ইসলামী আচরণ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

ইসলামী আচরণ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ্ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৭
তৃতীয় প্রকাশ- ২০০০ (বর্ধিত)
পঞ্চম প্রকাশ- সফর - ১৪২৩
বৈশাখ- ১৪০৯
মে - ২০০২

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
দি লিমা এন্টারপ্রাইজ
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেস রেলগেট
বড়মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৩৪৪২০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৬/= (ষোল) টাকা মাত্র।

ISLAMI ACHORON BY PROFESSOR MUJIBUR RAHMAN
FORMER MP. PUBLISHED BY ALISLAH PROKASONI
MOHISALBARI,
GODAGARI, RAJSHAHI
Fixed Price : 16/= (Sixteen) Taka Only.

যাঁদের অবর্ননীয় ত্যাগে মানুষ হয়েছি, ব্যস্ততা ও
সীমাবদ্ধতার কারণে যাঁদের হক আদায় করতে
না পেরে অপরাধী, সেই পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা-
আম্মার কল্যাণ কামনায়...

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا .

সূচী পত্র

❑ দুটি কথা	৭
❑ দৃষ্টি আকর্ষণী	৯
❑ অভিমত	১০
❑ মুখস্থ রাখার	১১
❑ ঈমানকে পাহারা দিতে হবে	১৮
❑ আল্লাহর হক-এর প্রতি	১৯
❑ মুখ দিয়ে কাজের প্রতি	২০
❑ অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা কাজের প্রতি	২১
❑ মাতাপিতার প্রতি	২২
❑ বার্ধক্যে উপনীত পিতামাতার প্রতি	২৪
❑ স্ত্রীর প্রতি	২৮
❑ আত্মীয়দের প্রতি	৩০
❑ লোক দেখানো কাজে	৩১
❑ খাবার সময়ে	৩১
❑ পায়খানা পেশাবের সময়ে	৩৩
❑ গোসলের সময়ে	৩৩
❑ নামাজের সময়ে	৩৪
❑ বিশ্রাম ও ঘুমের সময়ে	৩৫
❑ খেলাধুলার সময়ে	৩৬
❑ লিখাপড়ার সময়ে	৩৭
❑ অফিস বা কর্মক্ষেত্রে	৩৮
❑ অমুসলিমদের প্রতি	৩৮
❑ মহিলাদের প্রতি	৩৮
❑ ওয়াদা পালনে	৩৯
❑ কুরআন-হাদিস অধ্যয়নে	৪০
❑ বাজার করার সময়ে	৪১
❑ যানবাহনে চলার সময়ে	৪২
❑ বিয়ে বাড়ীর অনুষ্ঠানে	৪২
❑ মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে ও জানাজায়	৪৩
❑ অসুস্থ লোকের পাশে	৪৪
❑ ঝড় বৃষ্টির সময়ে	৪৫
❑ সন্তান ভূমিষ্টের সময়ে	৪৬
❑ মোহর সংক্রান্ত	৪৭

- মসজিদের প্রতি ৪৭
- অনুষ্ঠান ও সমাবেশ ৪৮
- ছেলের খাতনায় ৪৮
- বিচার সালিশে ৪৯
- পানি, গ্যাস ও আলো সংক্রান্ত ৪৯
- বাড়ীতে প্রবেশ ও প্রস্থানে ৫০
- রাতের এবাদাতে ৫১
- বিপদের সময়ে ৫২
- সিড়ি উঠানামার সময়ে ৫৩
- ছোটদের ও বড়দের প্রতি ৫৩
- ফকির মিসকিনের প্রতি ৫৪
- সফরকালীন সময়ে ৫৫
- কাজের ছেলেমেয়েদের প্রতি ৫৬
- মেহ্মানের প্রতি ৫৬
- ইসলামী দলের প্রতি ৫৭
- বাড়ীর কাজে ৫৭
- গীবতের সময়ে ৫৮
- জালেম ও মজলুমের প্রতি ৫৯
- কুলি-মজুর ও রিক্সাওয়ালার প্রতি ৬০
- সালাম দেওয়ার সময়ে ৬০
- প্রতিবেশীর প্রতি ৬১
- টেলিফোনে ৬২
- চিঠিপত্র লেখার সময়ে ৬২
- ক্রোধ ও হাসির সময়ে ৬৩
- আমানত রক্ষার ব্যাপারে ৬৪
- পশু পাখীর প্রতি ৬৫
- অবসর সময়ে ৬৫
- দাওয়াতী কাজে ৬৬
- দায়িত্বশীলদের প্রতি অধীনস্থদের ৬৭
- অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্বশীলদের ৬৮
- মুখ ও লজ্জাস্থানের আচরণ ৬৯
- চির বিদায়ের পূর্বে ৬৯
- ঋণ পরিশোধে ৭০
- কবরস্থানের প্রতি ৭১
- রাসুলুল্লাহ (সঃ)- এর আচরনের কিছু নমুনা ৭২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

দু'টি কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ۝

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছিলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিষ রেখে গেলাম, যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দু'টি জিনিষের হুকুম মত চলবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও আমার সুন্নাত- আল হাদীস।" সমাজ জীবনে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত নিচের হাদীসটি তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা বেশী নামায পড়ে, রোজা রাখে এবং দান খয়রাত করার ব্যাপারে খ্যাতি লাভ করেছে। কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে নিজের মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ অমুক (অপর এক) মহিলা, যে কম করে রোজা রাখে, দান করে এবং নামায পড়ে বলে জনশ্রুতি আছে। তার দানের পরিমান হলো পনীরের টুকরা বিশেষ, কিন্তু সে নিজের মুখের দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন ঃ সে জান্নাতী। (আহমদ ও বায়হাকী)

আমরা আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-এর কথা ভুলে গেছি বলে পথ হারা হয়েছি। ফলে কোথায় কোন আইন মেনে চলতে হবে, কোথায় কেমন আচরণ করতে হবে, কোথায় কি কথা বলতে হবে- ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছি না। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এ ব্যাপারে

সম্পূর্ণ অন্ধকারে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতা ও জড়বাদের অন্ধকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইসলামের সামান্য আলো এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারছে না। ফলে দিন দিন আমাদের সোনার ছেলেমেয়েরা জাহেলিয়াতের কালো থাবায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। অন্ধকারে পথ হাতড়াতে গিয়ে কখনও আহত কখনও রক্তাক্ত হচ্ছে তাদের হাতগুলো। অন্য দিকে প্রচার জগতের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া কচি ও নিষ্পাপ অন্তরগুলোকে জাহেলিয়াতের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। জীবনকে করে তুলছে অভিশপ্ত।

আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে কুরআন হাদীসের অক্সিজেন দিয়ে এবং আমাদের মৃত প্রায় দেহগুলোকে জীবন্ত করার মানষে "ইসলামী আচরণ" পুস্তিকাটি লিখা হল। আমি সহ আমাদের সকলের মাঝেই ইসলামী আচরণ সৃষ্টি হোক এ কামনাই করি। পুস্তিকাটি আরো সুন্দর করার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো। দুনিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ও আখেরাতে নাজাতের কারণ হিসেবে পুস্তিকাটি সামান্য উপকারে আসলেও তা কামিয়াবী মনে করবো। আল্লাহ সুবহানাহু অ তায়ালার দরবারে আন্তরিকভাবে এটাই প্রার্থনা করি - আমীন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রাক্তন এমপি

১৫-৮-৯৭ইং

দৃষ্টি আকর্ষণী

ইসলামী আচরণ বইটি আসলে নিজের আচরণ ঠিক করার জন্যই লিখা হয়েছে। আমার কি কি ভুল আছে তা বের করে কি ধরনের আচরণ কুরআন হাদীস চায় তার তালিকা বের করতে গিয়ে এই বইটি লিখা হয়েছে। বইটি লিখার পরে এখন কোন আচরণ ভুল হয়ে গেলে এবং সাথে সাথে ধরতে পারলে সংশোধন খুবই সহজ হয়। আবার কাজ করার মুহূর্তে মনে না পড়লেও কাজ শেষে তা মনে পড়ে তখন সংশোধনের জন্য ব্রতী হওয়ার সুযোগ পাই। এভাবেই আচরণকে সুন্দর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার চেষ্টা করছি। আমার সাথে সাথে আরো কিছু পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনেরা তাদের আচরণ সংশোধনের সুযোগ পেয়ে যাবেন। তাদের সংশোধনের পথ বলে দেয়াতে আমার কিছু উপকার হবে যেমন- একটি হাদীসে এসেছে- "মান দাল্লা আলা খাইরিন ফালাহু মিসলো আজরি ফায়েলেহী" কেউ যদি কাউকে কোন ভাল কাজের রাস্তা দেখায় তবে লোকটি কাজ করে যে সওয়াব পাবে পথ দেখানো ব্যক্তিকেও সমান পরিমাণে সওয়াব দেয়া হবে। "তাহলে আখেরাতে ও হাশরে কঠিন মসীবতের দিনে এটা একটা নাজাতের অসীলা হতে পারে- এ আশায়ই বইটি লিখা। আশা করি সকলে মিলে এপথে আমরা চলার চেষ্টা করব- আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই তওফীক দিন- আমীন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
১লা রমজান ১৪১৯ হিজরী।

অভিমত

ইসলাম গতানুগতিক ভাবে কোন ধর্মের নাম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

যা তার অনুসারীকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পালন করতে হয়। অথচ আজকের মুসলিম সমাজের একটি বিরাট অংশ ইসলামী আচার আচরণকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করছে।

এক্ষেত্রে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সুলেখক ও প্রাক্তন সংসদীয় দলনেতা জনাব অধ্যাপক মুজিবুর রহমান মুসলিম নর-নারীর আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ পবিত্র কুরআন-হাদীছ থেকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে 'ইসলামী আচরণ' নামক পুস্তিকাটিতে তুলে ধরেছেন।

লেখকের ভাষা সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। আমি নিত্য প্রয়োজনীয় এ মূল্যবান পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

তাং ১৫-৮-৯৭ইং

"মুখস্থ রাখার মত বিষয়"

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে সুরা ত্বাহার ১২৪-১২৬ নং আয়াতে স্পষ্ট

ভাবে বলে দিয়েছেন-

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۰ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۰ (طه - ١٢٤-١٢٦)

"আর যে ব্যক্তি আমার যিকর (কোরআন-হাদীসের নসিহত) থেকে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে হে রব দুনিয়ায় তো আমি দেখতে পেতাম, কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে? আল্লাহ্ বলবেন হাঁ এমনিভাবেই তো আমার আয়াতগুলো যখন তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সেভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" (সুরা ত্বাহা ঃ ১২৪-১২৬)

اِنَّ اَثْقَلَ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِى مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ - (ترمذى)

নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিনে মোমিনের পাল্লায় সুন্দর আচরণ সবচেয়ে বেশী ভারী হবে। (তিরমিযী)

عن ابى هريرة "رض" اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَادِرْهَمَ لَهٗ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَّ صِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ وَيَاْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا ۰ وَقَذَفَ هٰذَا ۰ وَاَكَلَ مَالَ

هذا ۔ وَسَفَكَ دَمَ هذا ۔ وَضَرَبَ هذا فَيُعْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِه وَهذا مِنْ حَسَنَاتِه فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُه قَبْلَ اَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ۔ (مسلم)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে : রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমরা কি জানো কাংগাল কে? লোকেরা বললো, আমাদের মধ্যে সেই কাংগাল যার টাকা পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই প্রকৃত কাংগাল যে কিয়ামতের দিন সালাত, সওম এবং যাকাত সহ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে এবং তারই সাথে সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে, কারো মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে থাকবে, কাউকে হত্যা করে থাকবে, অথবা কাউকে অন্যায় ভাবে প্রহার করে থাকবে। ফলে এ সব মজলুমদের মধ্যে তার সব নেক আমলগুলো বন্টন করে দেয়া হবে। এভাবে যদি মজলুমদের পাওনা পরিশোধের পূর্বে তার সকল নেক আমল শেষ হয়ে যায় তাহ'লে তাদের পাপ সমূহ তার ভাগে ফেলে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ مِّنْ اَخْلاَقِ الاِيْمَانِ مَنْ اِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِى بَاطِلٍ وَمَنْ اِذَ رَضِىَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ وَمَنْ اِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَالَيْسَ لَه ۔

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "তিনটি বস্তু মুমিনের চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো, সে ক্রোধান্বিত হলে ক্রোধ তার দ্বারা কোন অবৈধ ও অন্যায় কাজ করাতে পারে না। দ্বিতীয় হলো, যখন সে খুশী হয় তখন খুশী তাকে হকের সীমা লংঘন করতে দেয় না। আর তৃতীয়টি হলো, অপরের জিনিষ যার উপর তার কোন অধিকার নেই, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হস্তক্ষেপ করেনা।- (আল হাদীস)

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ۔ (بخارى)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে শক্তিতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে, প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। (বুখারী, আবু হুরায়রা রাঃ)

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ (ابو داود ـ ابو هريرة)

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কারণ আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে ঠিক তেমনি হিংসা নেকী খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذٰى اللّٰهَ ـ (طبراني ـ انس بن مالك)

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। (তাবরানী)

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَنْ يُرَوِّعَ الْمُؤْمِنُ اَوْ اَنْ يُؤْخَذَ مَتَاعَهُ لَا لَعِبًا وَ لَاجِدًّا ـ (عبد الرحمن ـ احمد)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন মুমিনকে ভয় দেখাতে এবং হাসি তামাসা করে অথবা বাস্তবিক পক্ষে তার কোন জিনিষ (সামানা) নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। (আহমদ)

وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ عَبْدِهِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ ـ (مسلم و ترمذى ابو هريرة)

আল্লাহ ততক্ষণ তার বান্দাহর সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সেই বান্দাহ তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে। (মুসলিম)

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ (مسلم ـ ابو هريرة)

যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়াবী অসুবিধা দূর করলো আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তার একটি অসুবিধা দূর করে দিবেন। (মুসলিম)

اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ ـ (احمد ـ ابى هريرة)

"ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খেতে দাও।"
(তাহলে অন্তর নরম হবে চোখে পানি আসবে)- (আহমদ)

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبًا مِّنْهَا ـ (النساء : ٨٥)

যে ব্যক্তি নেক কাজের সুপারিশ করবে, সওয়াবে তারও অংশ থাকবে।
(সূরা নিসা - ৮৫)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا . (متفق عليه)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন লোকের জন্য সুপারিশ করো এবং সওয়াবে অংশ গ্রহণ করো। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ-

اَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ اَنْفَعُهُمْ ـ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً اَوْ تَقْضِىْ عَنْهُ دَيْنًا اَوْ تَطْرُدَ عَنْهُ جُوْعًا وَ اَنْ تَمْشِىْ مَعَ اَخٍ فِىْ حَاجَةٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتَكِفَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا .

লোকদের মাঝে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মানুষের উপকার করে। আর আমলের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় হচ্ছে যে তুমি কোন মুসলমানের বিপদ মুসীবত দূর করবে অথবা তার দেনা পরিশোধ করে দেবে অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করে তাকে খুশী করবে। জেনে রেখো এ মসজিদে একমাস এতেকাফ করার চাইতে কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে চলা আমার কাছে বেশী প্রিয়।
(আল হাদীস)

৪৬ اِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاَةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى بِهٖ اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ ـ (ترمذى ـ ابى هريرة)

তোমরা প্রত্যেকেই আপন ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। সুতরাং কেউ যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোনো খারাবী দেখে তো সে তা দূর করে দেবে। (তিরমিযী)

هَلْ شَعَرْتَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا اَخِيْهِ شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ .... (بيهقى - ابو زرين)

তুমি কি জানো কোন মুসলমান ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য ঘর থেকে বের হয় তখন তার পিছনে সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে ......। (বায়হাকী)

اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعُ - (مسلم - شوبان)

যখন কোন মুসলমান তার রুগ্ন মুসলিম ভাইয়ের পরিচর্যার জন্য যায় এবং যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে। (মুসলিম)

রুগী দেখার সময় তার কপালে হাত রেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন -

لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰه

চিন্তা নেই, আল্লাহ ভাল (পাক) করে দিবেন। (বুখারী)

اِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا اِذَا رَاٰهُ اَخُوْهُ اَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ - (بيهقى)

মুসলমানদের হক হচ্ছে তার ভাই যখন তাকে দেখবে তার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠবে। (বায়হাকী)

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَ يَقُوْلُ خَيْرًا فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا - (بخارى مسلم - ام كلثوم)

যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপোষ মীমাংশা করায়, ভালো কথা বলে এবং ভালো কথা পৌছিয়ে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়। (বুখারী- মুসলিম)

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْاَةَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا

الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ .

"পুরুষ কিংবা স্ত্রী যেই হোক না কেন জীবনের ষাট বছরও যদি আল্লাহর আনুগত্য করে কাটায় কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে এলে ওছিয়তের মাধ্যমে কারো হক নষ্ট করে তাহলে উভয়েরই দোযখে যাওয়া অবধারিত।" (আল হাদীস)

الْمُؤْمِنُ مَنْ امِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ . (ترمذی)

মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যার থেকে লোকের জানমালের কোন আশঙ্কা থাকে না। (তিরমিযী, নাসাঈ)

اِذَا سَائَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَ سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ . (احمد)

যখন ভালো কাজে তোমার আনন্দ হবে এবং মন্দ কাজে অনুশোচনা হবে তখন তুমি ঈমানদার। (মুসনাদে আহমাদ)

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ .(ابوداود ترمذی)

সেই পূর্ণাঙ্গ মোমেন যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম এবং যে তার পরিবার পরিজনের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

مَنْ صَلَّى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَ مَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ .(احمد)

যে ব্যক্তি লোক দেখানো নামায পড়ে সে শিরক করে। যে ব্যক্তি লোক দেখানো রোজা করে সে শিরক করে এবং যে লোক দেখানো দান খায়রাত করে সেও শিরক করে। (মুসনাদে আহমাদ)

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَهَدَ نَفْسَهُ - (ترمذی)

নিজের নফসের সাথে লড়াইকারী প্রকৃত মুজাহিদ (তিরমিযী)

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ .(بخاری)

যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো ত্যাগ করে সে হলো আসল মুহাজির। (বুখারী)

لاَ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ ـ (ترمذى)

ধোকাবাজ, কৃপণ ও দানের প্রচারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযী)

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ . (درمى)

হারাম খাদ্য থেকে তৈরী গোশত বেহেশতে যাবে না। (দারেমী)

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهْهُ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَئِكَةُ تَلْعَنُهُ . (ابن ماجه)

যে ব্যক্তি দোষযুক্ত জিনিষ বিক্রি করে খরিদ্দারকে তার দোষের কথা জানিয়ে দেয় না তার উপর আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ থাকেন ও ফেরেশতারা তাকে অভিশম্পাত দিতে থাকে। (ইবনে মাজাহ্)

الاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلوٰةِ؟ اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَ اِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ . (ابوداود)

রোজা নামায দান খয়রাতের চেয়েও ভালো কাজ কি জানো? সেটা হলো পারস্পরিক বিরোধের নিস্পত্তি করে দেয়া। আর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা এমন মারাত্মক কাজ যে তার দ্বারা সমস্ত নেক কাজ নষ্ট হয়ে যায়। (আবু দাউদ)

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً .

খাদ্য দ্রব্য চল্লিশ দিন আটকিয়ে রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয় তবু আটকে রাখার গুনাহ্ মাফ হবে না। (আল হাদীস)

০ পিতা তার সন্তানকে উত্তম চরিত্র শিক্ষাদানের চেয়ে ভাল কিছু দিতে পারে না।

০ অধীনস্থদের সাথে খারাপ আচরণকারীগণ বেহেশতে যাবে না।

○ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বালতির পানি দিয়ে মসজিদের একজনের পেশাব পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এমন কি কষ্ট যাতে না হয় সে জন্য লোকটিকে পুরো পেশাব করতে দেওয়া হয়েছে।

○ 'একবার একদল ইহুদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে এসে বললঃ আস-সামু আলাইকা- তোমার মরণ হোক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বুঝে ফেলে জবাব দিলেন আলাইকুমুস সাম ওয়াল লা'নাতু- তোমাদের মরণ হোক ও লা'নত আসুক।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন আয়েশা, কথা নরম করে বল, যেমন আমি বলেছি। ওয়ালাইকুম' (তোমাদের উপরও)। (বুখারী)

اِنَّ اَشَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ ـ (بخاری) .

সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হলো সে যার অশ্লীল ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। (বুখারী)

ঈমানকে পাহারা দিতে হবে

عن زيد بن خالد (رض) قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ـ قَالَ : قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ ـ (متفق عليه)

যায়েদ বিন খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সাথে বৃষ্টির রাতে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন তখন তিনি মানুষের দিকে মুখ করে ঘুরে

বসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন "তোমরা কি জানো তোমাদের রব কি বলেছেন ? তারা বললেন 'আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ বলেন আমার বান্দাহদের মধ্যে কিছু মুমেন হয়ে আছে আবার কেউ কাফের হয়ে গেছে। অতঃপর যারা বলেছে আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি ঈমানদার এবং তারকার প্রতি অবিশ্বাসী। অতঃপর যারা বলেছে অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকার প্রতি ঈমান এনেছে। (বুখারী, মুসলিম)

ঘটনাটি ছিল এই যে, একবার রাতে বৃষ্টি হল। সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফের হয়ে গেছ। যারা নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হল বলেছে তারা কুফরী করেছে আর যারা বলেছে আল্লাহ দিল বলে বৃষ্টি হয়েছে তারা মুমেন রয়ে গেছে।' আজও আমাদের দেশে 'মেলা'র কারণে হিন্দুদের রথের কারণে বৃষ্টির কথা বলে কুফরী করে থাকে। এগুলো পাহারা দিতে হবে। শিরক ও বেদআত থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

আল্লাহর হক-এর প্রতি

- আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ঈমান রাখা
- আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি তা বিশ্বাস করা
- ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা
- আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের উপর ঈমান আনা
- সমস্ত নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনা
- তাকদীরের উপর ঈমান আনা
- আখেরাতের উপর ঈমান আনা
- জান্নাত ও জাহান্নামের উপর ঈমান আনা
- আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসা
- আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালবাসা ও আল্লাহর জন্যই কারো সাথে দুষমনী রাখা
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা

- ০ একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্যই কাজ করা
- ০ ভুল হলেই আল্লাহর কাছে তওবা করা
- ০ আল্লাহর ভয় সব সময় অন্তরে রাখা
- ০ আল্লাহর রহমতের আশা করা
- ০ অন্যায় কাজ করতে লজ্জা করা
- ০ সব সময় শোকর আদায় করা
- ০ ওয়াদা অঙ্গীকার সব সময় রক্ষা করা
- ০ সবর এর উপর সব সময় অটল থাকা
- ০ মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করা
- ০ জীব-জন্তুর প্রতি দয়া করা
- ০ তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা
- ০ আল্লাহর উপর ভরসা করা
- ০ নিজেকে ভাল ও বড় মনে না করা
- ০ কারো সাথে মনোমালিণ্য না রাখা
- ০ হিংসা বিদ্বেষ বর্জন করা
- ০ রাগ দমন করা (রাগের ঢোক গিলে খাওয়া)
- ০ কারো অনিষ্ট চিন্তা না করা বরং হুসনে যন বা ভাল ধারণা রাখা
- ০ দুনিয়ার সুখ সুবিধাকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করা

মুখ দিয়ে কাজের প্রতি

(এক) কালেমার ঘোষণা দেওয়া।

(দুই) কুরআন শরীফ অর্থ বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করা।

(তিন) দ্বীনী এলম শিক্ষা করা।

(চার) দ্বীনী এলম মানুষকে শিখিয়ে দেয়া।

(পাঁচ) একমাত্র আল্লাহর নিকটই চাওয়া (প্রার্থনা করা)।

(ছয়) সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ (জিকর) করা।

(সাত) অবৈধ সমালোচনা ও গীবত থেকে জবানকে বাঁচিয়ে রাখা।

(আট) আল্লাহ ছাড়া কারো নামে কসম না করা। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ

ছাড়া অন্যকিছুর কসম খায় সে শিরক করে। (আহমদ)

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ اَشْرَكَ (احمد)

(নয়) সালামের জবাব দেয়া

(দশ) হাঁচির জবাবে ইয়ার হামোকাল্লাহ বলা

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কাজের প্রতি

(এক) তাহারাত হাসিল করা বা পাক থাকা

(দুই) নামাজ কায়েম করা

(তিন) যাকাত আদায় ও চালু করা

(চার) রোযা রাখা ও তা চালু করা

(পাঁচ) হজ্জ করা (কাবা ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ হলে)

(ছয়) লাইলাতুল কাদার ও এতেকাফে অংশ নেয়া

(সাত) ঈমান ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার খাতিরে প্রয়োজনে হিজরত করা

(আট) মান্নত মানলে তা পূরণ করা

(নয়) শপথ ঠিক রাখা অথবা কছম ভঙ্গ হলে কাফফারা দেয়া - "দশজন মিসকিনকে খাবার অথবা কাপড় দেওয়া অথবা একজন দাস মুক্ত করা অথবা এগুলো না পারলে তিনটি রোযা রাখা।" (মায়েদা - ৮৯)

(দশ) ছতর ঢেকে রাখা (নামাজের ভিতরে ও বাইরে)

(এগার) কুরবানী করা

(বারো) মানুষ মরে গেলে তাকে কাফন-দাফন করা

(তের) ঋণ পরিশোধ করা (যে শহীদের সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন তারও ঋণ মাফ হবে না)।

(চৌদ্দ) হালাল ভাবে ব্যবসা করা- নাজায়েজ কারবার থেকে দূরে থাকা

(পনের) সত্য সাক্ষ্য দেওয়া

(ষোল) বিবাহ করা (নফসের চাহিদা পূরণ ও সৃষ্টির নিয়ম রক্ষার জন্য)

(সতের) পরিবার বর্গের হক আদায় করা

(আঠার) পিতামাতার খেদমত করা ও তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া

(উনিশ) ছেলেমেয়ে লালন পালন করা

(বিশ) আত্মীয় স্বজনদের হক আদায় করা

(একুশ) ন্যায় বিচার করা (নিজের বিরুদ্ধে গেলেও)

(বাইশ) জামায়াত বদ্ধ জীবন যাপন করা

(তেইশ) আমীরের আনুগত্য (পছন্দ অপছন্দ উভয় অবস্থায়ই) করা

(চব্বিশ) ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলা

(পচিশ) ভাল কাজে সাহায্য করা ও গুনাহর কাজে সাহায্য না করা

(ছাব্বিশ) আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার- ন্যায়ের আদেশ অন্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে তোলা

(সাতাশ) হদ কায়েম ও জারী করা (ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার মাধ্যমে)

(আটাশ) দ্বীন কায়েমের জন্য জেহাদ করা

(উনত্রিশ) ইসলামী রাষ্ট্রে সীমান্ত রক্ষায় পাহারা দেয়া

(ত্রিশ) আমানত অবিকলভাবে পৌছিয়ে দেয়া

(একত্রিশ) অভাবগ্রস্থকে ধার দেয়া (প্রয়োজনে কর্জ মাফ দেয়া)

(বত্রিশ) পাড়া প্রতিবেশীর হক আদায় করা

(তেত্রিশ) মানুষের সঙ্গে সদব্যবহার করা ও জমিনের উপরে নম্রভাবে চলা

(চৌত্রিশ) আল্লাহর পথে মাল খরচ সহ অর্থের সদব্যবহার করা (অপচয় থেকে বেঁচে থাকা, কৃপনতাও না করা)

(পয়ত্রিশ) গর্বের সাথে জমিনে চলাফেরা না করা

(ছয়ত্রিশ) কারো ক্ষতি না করা

(সায়ত্রিশ) নাচ-গান, রং তামাশা কৌতুক থেকে দূরে থাকা

(আটত্রিশ) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ (ঢিলা, ইট, কাঁটা) সরিয়ে দেয়া।

মাতাপিতার প্রতি

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا

أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۔ (بنی اسرئیل-٢٣)

অর্থঃ- তোমার রব ফয়সালা করেছেন যে তোমরা কারো ইবাদত (গোলামী) করবে না কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে তবে তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। (বানী ইসরাইল-২৩)

এখানে আল্লাহ তায়ালা মাতাপিতার প্রতি আদব ও সদব্যবহার করাকে নিজের এবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরজ করে দিয়েছেন। আবার সুরা লোকমানে আল্লাহর শোকর আদায় এর সাথে পিতামাতার শোকর আদায় করাকে একত্রিত করে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। বুখারী শরীফে নামাজকে সময়মত পড়ার পরই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ বলে বর্ননা করা হয়েছে। রাসুল (সঃ) বলেছেন পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। ইবনে মাজার হাদীসে বলা হয়েছে- তোমার পিতামাতা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। বায়হাকীর এক হাদিসে বলা হয়েছে পিতামাতা সন্তানের প্রতি যদি জুলুমও করে তবু পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর অর্থ হল পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তারা জুলুম করলেও সন্তান সেবাযত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

বায়হাকীর একটি হাদীসে আছে - সেবাযত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে যদি দৃষ্টিপাত করে তবে তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়।

قَالَ وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ

দিনে যদি সে একশ বার দৃষ্টিপাত করে তবে একশটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পেতে থাকবে। সুব্হানাল্লাহ। আল্লাহর ভান্ডারে কোন অভাব নেই।

বায়হাকীর আর একটি হাদিসে জানা যায়- পিতামাতার হক নষ্ট করা ও তাদের অবাধ্য আচরণ করা গুণাহ-এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেয়া হয়।

পিতামাতার আনুগত্য অবৈধ ও নাফরমান কাজে জায়েজ নয়। কাফের পিতামাতাকেও দুনিয়াতে সদ্ভাব বজায় রাখা ও আদর আপ্যায়ন করা জরুরী। তাদের সাথে মারুফ আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আদর আপ্যায়ন মূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

জিহাদ ফরজে কিফায়া অবস্থায় হলে পিতামাতার অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। এক ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে যোগদানের জন্য বাড়ী থেকে এসে বলল আমি পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন "যাও, তাদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়েছো"।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ননা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন "পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে তাঁর মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। অন্য হাদিসে এসেছে পিতামাতার ইন্তেকালের পর তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা, তাদের কোন অঙ্গীকার অপূরণ থাকলে তা পূরণ করা, তাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে ভাল ও সম্মানজনক আচরণ করা তাঁদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা- পিতামাতার এসব হক তাদের মৃত্যুর পর সন্তানের জিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খাদিজার (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন পাঠিয়ে তার হক আদায় করতেন।

পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় ও সব বয়সেই ওয়াজিব।

বার্ধক্যে উপনীত পিতামাতার প্রতি

বার্ধক্য অবস্থায় পিতামাতা সন্তানের উপর সবচেয়ে বেশী সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তাদের জীবন সন্তানের দয়ামায়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যতম বিমুখতা প্রকাশ পায় তবে তা পিতামাতার অন্তরে ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। বার্ধক্যের কারণে মানুষের মন তখন স্বভাবগতভাবে খিটমিটে হয়ে যায়। বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে এসে বুদ্ধি বিবেচনাও অকেজো হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের দাবী দাওয়া কামনা-বাসনা পূরণ করাও সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

এখানে এসেই আল কোরআন মানুষকে তার শৈশবের স্মরণ করিয়ে বলে আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী শিশুকালে তুমি তার চেয়েও বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তারা যেমন তাদের আরাম আয়েশ কামনা বাসনা তোমার জন্য কুরবানী করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহমমতা দিয়ে ঢেকে নিয়েছিলেন তেমনি আজ তোমার প্রতি তাদের মুখাপেক্ষিতা তোমার জন্য তাদের পূর্ব ঋণ শোধ করার মুহুর্ত।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ٠

দোয়াটির ٠ كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا 'কামা রব্বা ইয়ানী সাগিরা' অংশটি সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশে পিতামাতার অধিকার পূরণ করে প্রভাতে কাজ শুরু করে তার জন্য বেহেস্তের দুটো দরজাই খুলে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ٠ (بنى اسرئيل ٢٤)

অর্থঃ—তাদেরকে উহ শব্দটিও বলনা, তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে শিষ্টাচার পূর্ণ কথা বল এবং বিনয় ও নম্রতা সহ তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে এবং বলবে 'হে আল্লাহ! এদের প্রতি রহম কর যেমন করে বাল্যকালে তারা আমাকে লালন পালন করেছেন। (বানী ইসরাইল-২৪)

(এক) "অলা তাকুল্লাহুমা উফফেও"- বৃদ্ধ পিতামাতাকে উহ্ ও বলবে না। পিতামাতার প্রতি কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করা চলবে না। তাদের কথা শুনে বিরক্তি বোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও চলবে না। এক কথায় বলা যায়, যে কথায় পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হয় এমন ধরনের কথা বলাও নিষেধ।

(দুই) "অলা তানহারহুমা" অর্থাৎ তাদেরকে ধমক দিও না। নহর শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। ধমকজাতীয় কোন শব্দ পিতামাতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। ধমক দেয়া যে কত বড় কষ্টের কারণ তা প্রত্যেকেরই জানা আছে।

(তিন) 'অকুল লাহুমা কাওলান কারিমা'- তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ সম্মানজনকভাবে কথা বল। এখানে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। কখনও তাদেরকে গালি দিবে না। অন্যের পিতামাতাকে গালি দিলে নিজের পিতামাতাকে গালি দেয়া হয়। (বুখারী)

(চার) 'অখফিজ লাহুমা জান্নাহাজ জুল্লে মিনার রাহমাতে'- অর্থাৎ তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথানত করে দাও। এর সারমর্ম হল তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ কর যেমন গোলাম নিজেকে প্রভুর সামনে পেশ করে। পিতামাতার সামনে নিজ নিজ 'জানাহ' বা পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দিবে।

নিছক লোক দেখানোর জন্য নয়, আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে যা মহব্বত ও অনুকম্পার কারণে হয়।

(পাঁচ) "অকুর রব্বির হামহুমা"- বল হে রব, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর। পিতামাতার ষোল আনা সুখ আনতে চাইলেও মানুষের পক্ষে তা আনা সম্ভব নয়। তাই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করবে আল্লাহ যেন মেহেরবানী করে তাদের সব মুশকিল আসান করে দেন এবং কষ্ট দূর করেন। আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা তাদের খেদমত করা যায়।

(ছয়) আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আমলের ফলাফল কিয়ামত পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখলেও মাতাপিতার অবাধ্যতার ফলাফল তাড়াতাড়ি প্রদান

করেন। পার্থিব জীবনেই তার শাস্তি বিধান করা হয়- (হাকিম)

(সাত) যে ব্যক্তি তার পিতামাতার কল্যাণ সাধন করে আল্লাহ তার হায়াত বৃদ্ধি করেন। পিতামাতার কল্যাণ সাধন অর্থ হচ্ছে-তাদের অসমর্থ ও মুখাপেক্ষী হওয়ার সময় তাদের জীবন ধারণের জন্য ব্যয় করা।

(আট) এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আমার সম্পদ উপভোগের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন- اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ "তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার"

(নয়) পিতা মাতার অবাধ্য অবস্থায় জিহাদ করে শহীদ হলে তার স্থান হবে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যবর্তি পাহাড় 'আরাফে'। জিহাদে নিহত হবার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা, আবার পিতামাতার অবাধ্য হবার কারণে জান্নাতেও যেতে পারবেনা। আল্লাহই তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। (ইবনে মাজা)

(দশ) আবু দারদা (রাঃ) -এর কাছে এসে এক লোক বলল- আমি এক নারীকে বিয়ে করেছি। যাকে আম্মা তালাক দিতে বলেন। আবু দারদা (রাঃ) বলেন- আমি রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি "তিন ব্যক্তির দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়ে থাকে -(১) মজলুম ব্যাক্তির (২) মুসাফির ব্যক্তির (৩) সন্তানের জন্য পিতা মাতার।

(এগার) মুসা (আঃ) কে ওহী করা হয়েছিল যে, পিতা মাতার খেদমতগার সন্তানের হায়াত বাড়ানো হয় এবং তাকেও সুসন্তান দেয়া হয়। অবাধ্য সন্তানের হায়াত কমানো হয় এবং তাকে কুসন্তান দেয়া হয়। যে তার অবাধ্য থাকে ও কষ্ট দেয়।'

(বার) হযরত (সঃ) বলেন- মিরাজে দেখলাম কিছু লোককে জাহান্নামের খুঁটিতে লটকানো আছে- এরা পিতা মাতাকে দুনিয়ায় গালি দিত।

(তের) মাতাপিতার অবাধ্য ব্যক্তিকে কবর এমন ভাবে চাপ দেয় যে, তার হাড়গুলো একদিক থেকে অপর দিকে উলট পালট হয়ে যায়।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আল্লাহ তায়ালার হক এর পরে কার হক আদায় করতে হবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন তোমার মায়ের। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল

তারপর কার হক? তিনি বলেছিলেন তোমার মায়ের। অতপর আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারপর কার হক? জবাবে তিনি আবারো বলেছিলেন তোমার মায়ের। এরপর জিজ্ঞাসা করা হল অতপর কার হক? এবার তিনি জবাব দিলেন তোমার পিতার।' উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় মায়ের হক তিনগুণ বেশী। আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে দশমাস পেটে ধারণ করে, বুকের দুধ পান করিয়ে পেশাব পায়খানা টেনে সন্তানকে মানুষ করে যে মা আমাদের বড় করেছেন তার ঋণ শোধ করা দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। এ জন্যই বলা হয়েছে 'আলজান্নাতো তাহ্‌তা আকদামিল উম্মেহাত'- মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত।' শরীরের সমস্ত রক্ত পানি করে পরিশ্রম করেও যে মা-বাপের ঋণ শোধ করা যায় না- হে আল্লাহ চোখের পানিতে হাবুডুবু খেয়ে বলছি- তুমি তাদের প্রতি রহম করো .... আমীন।।

ইবনে মাযার হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন

هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكَ

"পিতামাতা তোমার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে -

مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ .

"যে ব্যক্তি বৃদ্ধ অবস্থায় পিতামাতার একজনকে অথবা দুজনকেই পেল অথচ জান্নাতে যেতে পারল না, তার চেয়ে কপাল পোড়া আর কেউ নেই।

স্ত্রীর প্রতি

সুরা রা'দ এর ২২ ও ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ . جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

. (الرعد - ٢٢-٢٤)

"যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামাজ কায়েম করে, আর আমি যা দিয়েছি তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং খারাপের মুকাবিলা ভাল দিয়ে করে তাদের জন্য রয়েছে পরকালের বাড়ী। তা হচ্ছে বসবাস করার বাগান, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রীও সন্তানেরা প্রবেশ করবে আর ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে সালাম করতে আসবে।"

সুরা মুমেন (গাফের) এর ৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে ফেরেশতারা দোয়া করবে

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔ (المؤمن - ٨)

"হে আমাদের রব, তাদেরকে দাখিল করুন তাদের চিরকাল বসবাসের জান্নাতে যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে, নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"। জীবনের সাথী ও অর্ধাংগিনী হিসেবে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্য পোশাক। তাই খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) স্বামী স্ত্রীকে সালাম দিবে, স্ত্রী স্বামীকে সালাম দিবে।

(দুই) স্বামী নিজে যা খাবে ও পরবে স্ত্রীকেও তেমনি খাওয়াবে ও পরাবে। তাকে খারাপ ভাষায় গালি দিবে না এবং স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ীর বাইরে রাত কাটাবে না। (আবু দাউদ)

(তিন) স্ত্রী সমাজ বাম পাজরের বাঁকা হাড়ের তৈরী বিধায় সেই অবস্থায় ফায়দা নিতে হবে। সম্পূর্ণ সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

(চার) পূর্ণ ঈমানদার তার স্ত্রীকে ভালবাসে ও তার প্রতি সদয়। (তিরমিযী)

(পাঁচ) স্বামীর উচিৎ তার স্ত্রীর ভাল গুণগুলো দেখা এবং খারাপ গুণগুলো এড়িয়ে যাওয়া। কেননা তার একটি গুণ খারাপ হলেও অন্যটি ভাল। (মুসলিম)

(ছয়) সামর্থবান স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণে কৃপণতা

করলে স্বামীর সম্পদ হতে অগোচরে স্ত্রী প্রয়োজন মত খরচ করতে পারবে। (বুখারী মুসলিম)

(সাত) স্বামী ফরজ মনে করে স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খরচ করলে তাতে বেশী নেকী। (তাবরানী)

(আট) স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খরচের নেকী কিয়ামতের দিনে প্রথমে পাল্লায় উঠবে। স্ত্রীকে পানি পান করিয়ে থাকলে তারও নেকী সে পাবে। (তাবরানী)

(নয়) যে স্ত্রী স্বামীর কাছে প্রয়োজনের অধিক চায় না বরং অল্প খরচেই সন্তুষ্ট থাকে সেই উত্তম। (ইবনে মাজা)

(দশ) আল্লাহর এবাদাত (হুকুম পালন) করার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সাহায্য করবে। (নাসাঈ)

(এগারো) স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য স্বামী যেন কোন হালাল বস্তুকে হারাম না করে। (সুরা তাহরীম)

(বারো) চুক্তির মধ্যে সেই চুক্তি পূরণ করা বেশি জরুরী যার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীর আবরুর মালিক হও। (বুখারী, মুসলিম)

আত্মীয়দের প্রতি

(এক) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

(দুই) আত্মীয় যদি দুর্বল হয় আর তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদের দান খয়রাত করা হয় তবে তা কবুল হবে না এবং আল্লাহ তার দিকে তাকিয়েও দেখবেন না। আত্মীয়দের দিয়ে দান খয়রাত শুরু করা উচিৎ।

(তিন) সালাম দিয়ে হলেও আত্মীয়তা রক্ষা কর-তাবরানী

صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ

লোক দেখানো কাজে

(এক) তোমরা ছোট শিরক থেকে বেঁচে থাকবে। আর ছোট শিরক হচ্ছে রিয়া (লোক দেখানো কাজ)।

(দুই) লোক দেখানো আমলগুলোকে আল্লাহ্ তায়ালা বিক্ষিপ্ত ধূলিকনায় পরিণত করবেন (হাবাআম মানছুরা)। (কুরআন ২৫-২৩)

(তিন) রিয়াকারীকে কিয়ামতে চারটি নামে জনগণের সামনে ডাকা হবে-(১) রিয়াকার (২) বিশ্বাসঘাতক (৩) অপরাধী (৪) ক্ষতি গ্রস্থ।

খাওয়ার সময়ে

হালাল জিনিষ পেটে যাচ্ছে কিনা তা পাহারা দিতে হবে। কোন অবস্থায়ই হারাম জিনিষ খাবে না। হারাম খাদ্যে বর্ধিত রক্ত মাংশ টুকু জাহান্নামের উপযোগী।

খাবার খেয়ে যে রক্ত ও শক্তি হবে তা দিয়ে আল্লাহর এবাদতের (আইন মেনে চলার) নিয়াত করতে হবে। নিম্নের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে ঃ-

(এক) খাবার পূর্বে ও পরে হাত ধুয়ে ও কুলি করে নিতে হবে।

(দুই) ডান হাত দিয়ে খেতে হবে।

(তিন) এক সাথে খেতে বসলে কাছের খাবার টেনে খেতে হবে। ভিন্ন আইটেম থাকলে দূর থেকে টেনে নেয়া যাবে।

(চার) খাওয়ার পূর্বে অপরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে- সংখ্যায় বেশী লোক থাকলে অপরকে অগ্রাধিকার দিয়ে আগে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(পাঁচ) দস্তর খান বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাত।

(ছয়) বিসমিল্লাহ্ বলে খানা খেতে হবে। খাবার সময় বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র "বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু অ আখেরাহু' (অর্থাৎ প্রথমে ও শেষে বিসমিল্লাহ) বলতে হবে।

(সাত) বসে খানা খাওয়া সুন্নাত। দাঁড়িয়ে খাওয়া নিষেধ, শুধুমাত্র ওজু ও জমজমের পানি দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে।

(আট) প্লেট ও আঙ্গুল ভাল করে চেটে খেতে হবে- শয়তান যাতে

কোথাও শরীক হতে না পারে।

(নয়) লোকমা ছোট করে ও উত্তমরূপে চিবিয়ে খেতে হবে। খাবার পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেতে হবে।

(দশ) খাদ্যের দোষ বর্ননা করা, খাদ্যে ফুঁ দেয়া, জুতা পরে খাবার খাওয়া, দাঁড়িয়ে পানাহার করা, অত্যধিক গরম খাওয়া, ঠেস লাগিয়ে খাওয়া, অন্যের পাত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা নিষেধ।

(এগারো) খাবার শেষে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি- আতআমানা আসাকানা অজাআলানা মিনাল মুসলেমিন- বলা অর্থাৎ সেই আল্লাহর জন্যই প্রশংসা যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

(বার) খাবার শেষে খিলাল করা দাঁতের জন্য উপকারী।

(তের) ডান হাতে ধরে তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতে হবে।

(চৌদ্দ) পান করার পর اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ.

'আল্লাহুম্মা বারেকলানা ফিহে অতয়ীমনা খাইরাম মিনহু (হে আল্লাহ এর মধ্যে বরকত দাও এবং যা খেলাম তার চেয়ে ভাল খাওয়াও) এবং দুধ পানের পর শুধু 'খাইরাম মিনহু' এর স্থলে 'অজিদনা মিনহু' (অর্থাৎ আরো বৃদ্ধি করে দাও- যেহেতু দুধের চেয়ে উত্তম খানা নেই) বলতে হবে।

(পনের) সবচেয়ে বয়স্ক ও আলেম ব্যক্তি দিয়ে খানা শুরু করানো এবং নিজে সবার শেষে খানা খেয়ে উঠা সুন্নাত।

(ষোল) পেটকে তিনভাগ করে এক ভাগ খাদ্য দ্বারা, এক ভাগ পানি দ্বারা, এক ভাগ বাতাস দ্বারা ভর্তি করতে হবে।

(সতের) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

اَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ فَاِنَّ اَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَطْوَلُهُمْ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا

(ترمذی- شرح السنة).

"তোমরা ঢেকুর কম কর। কেননা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি বেশী ক্ষুধার্ত হবে যে দুনিয়াতে খুব বেশী পরিতৃপ্ত হয়েছে। (সরহে সুন্নাহ, তিরমিযী)

পায়খানা পেশাবের সময়ে

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য সতর্ক থাকতে হবে। পবিত্র না থাকলে ইবাদত কবুল হয় না। এমনকি অপবিত্রতার কারণে কবরের আজাব দেয়ার কথাও হাদিসে জানা যায়। এ জন্য এ কাজগুলো খেয়াল রাখতে হবেঃ-

(এক) পেশাব পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা নিষেধ।

(দুই) ডান হাতে এস্তেনজা অর্থাৎ ঢিলা, টয়লেট পেপার বা পানি ব্যবহার করা নিষেধ।

(তিন) শুকনা গোবর, হাড় এবং কয়লা দ্বারা এস্তেনজা করা নিষেধ। কারণ এগুলো জ্বিনদের খাবার।

(চার) রাস্তায়, চলার পথে, বসার যায়গায়, ছায়ায়, গোসল করার পানি যে স্থানে পড়ে সেখানে এবং বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ। সেখানে পেশাব করলে অভিশাপ বর্ষিত হয়।

(পাঁচ) দাঁড়িয়ে পেশাব করা ও সে অবস্থায় কথাবার্তা বলা নিষেধ। এমনকি পেশাব পায়খানার সময় সালামের জবাব দেওয়াও নিষেধ।

(ছয়) পেশাব পায়খানার প্রয়োজন সেরে নামাজ পড়তে হবে।

গোসলের সময়ে

নিজের কাজ নিজে করা সুন্নাত। গোসলের শেষে নিজের পরনের কাপড় নিজেই ধুয়ে শুকাতে দিবে। নিজের ভিজা কাপড় ফেলে রাখবে না- বরং নিজের কাপড়ের সাথে পিতামাতার কাপড়গুলো নিজে কেঁচে দেবার চেষ্টা করতে হবে। গোসলের আগে ওজু করে নিতে হবে।

গোসল যদি ফরজ হয় তবে নিচের কাজগুলো যত্ন সহকারে করতে হবেঃ-

(এক) তিনবার হাত ধুয়ে নিয়ে বাম হাত দ্বারা লজ্জাস্থান ও উরু ধুয়ে নিতে হবে। মাটি বা সাবান দ্বারা হাত ধুয়ে নিতে হবে।

(দুই) মাথায় পানি ঢালার আগে ওজু করে নিতে হবে। গলা ও নাকের নরম স্থানে পানি পৌঁছাতে হবে।

(তিন) সমস্ত শরীরে ভালভাবে পানি দিয়ে গোসল করবে। মনে রাখতে হবে ভালভাবে কুলি করা নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো এবং সমস্ত শরীরে এমন কি চুলের গোড়ায় পানি ঠিকমত পৌঁছানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

নামাজের সময়ে

তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর আস্থা কেমন আছে তা জানার জন্য নামাজই প্রথম পরীক্ষা। নামাজের আজান (বিউগল) শুনার সাথে সাথে মসজিদে জামায়াতের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলেই বুঝা যায় আল্লাহর কথা শুনতে রাজি কিনা, রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ করতে রাজি কিনা এবং আখেরাতের মুক্তির জন্য অস্থির কিনা।

আল্লাহ্ তায়ালা সাত শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণীকে- যারা তাদের অন্তরকে মসজিদের সাথে লাগিয়ে রাখে (কখন নামাজের সময় হচ্ছে) তাদেরকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। কবরে প্রথম নামাজের হিসাবই হবে। কাল কিয়ামতে নামাজীগণ নবীদেরও শহীদদের সাথে থাকবে আর বেনামাজীরা ফেরাউন হামান ও কারুনের মত বড় বড় কাফিরদের সাথে থাকবে। জাহান্নামীরা বলবে আমরা নামাজী ছিলাম না এবং নামাজীদের সাথেও ছিলাম না (সুরা মুদ্দাসসির)। দশ বছর বয়সেও যদি ছেলে মেয়ে নামাজ না পড়ে তবে মেরে নামাজ পড়াতে রসুল (সঃ) হাদিসে নির্দেশ দিয়েছেন। ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে সেটাই তার নামাজের সময়। ঘুমিয়ে গেলে ঘুম থেকে উঠা মাত্রই তার নামাজের সময়- কাজা পড়ে নেয়া ফরজ। নিম্নের কথাও কাজগুলো স্মরণ রাখতে হবে ঃ

(এক) একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌কে দেখছি অথবা আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন মনে করে নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজে উচ্চারিত আয়াত ও দোয়ার অর্থের দিকে খেয়ালকে নিবদ্ধ করতে হবে।

(দুই) শরীর, কাপড়, দাড়ি বা অন্যান্য অঙ্গ অনর্থক নাড়াচাড়া করা যাবে না।

(তিন) বেশী ক্ষুধা থাকলে বা খাবার সামনে এসে গেলে খাবার খেয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

(চার) নামাজে তাড়াহুড়া করা বা রুকু সিজদাহর তসবীহ চুরি করা শক্ত গোনাহ।

(পাঁচ) অসুখ বিসুখ বা শরয়ী ওজর ছাড়া মসজিদের জামায়াত তরক করা যাবে না।

(ছয়) সফরে 'জমা বায়না সালাতাইন' দুই ওয়াক্ত নামাজকে এক সাথে কসর হিসাবে (জোহর ও আসর, মাগরিব ও এশা) আদায় করা যাবে।

(সাত) সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ পড়া ঠিক হয় না। (বুখারী)

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(আট) নামাজী তার নামাজের ফলাফল স্বরূপ ফাহেসা- নির্লজ্জ কাজ ও মুনকার- ইসলাম বিরোধী কাজগুলোর তালিকা তৈরী করে তার উৎখাতের চেষ্টা করবে।

(নয়) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, اِذَا قُمْتَ فِيْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ. "যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন সেই নামাযকে জীবনের শেষ নামাজ মনে করে পড়বে।"

বিশ্রামের সময়ে

০ রাতে বিশ্রাম নেয়া ও দিনে কাজ করার জন্যই আল্লাহ রাত দিন সৃষ্টি করেছেন। রাতের খাবার খেয়ে এশার নামাজ শেষে রাসুল (সঃ) শুয়ে পড়তেন এবং শেষ রাতে নামাজের জন্য উঠতেন। সত্যিকার মুসলমানদের জন্য এটাই অনুসরণীয়। বিশ্রামের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) ঘুমানোর আগে মিশওয়াক ও ওজু করে ঘুমানো সুন্নত। বিছানে ডান কাতে শুয়ে

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

"আল্লাহুম্মা বেইসমেকা আমুতো অ আহইয়া" (হে আল্লাহ তোমার নামে ঘুমালাম এবং তোমার নামেই উঠবো) বলতে হবে। তিন কুল (এখলাস, ফালাক, নাস) পড়ে ফু দিয়ে তিনবার সমস্ত শরীর স্পর্শ করা, আয়াতুল কুরসী, সুরা বাকারা শেষ দুই আয়াত, সুরা কাফেরুন পড়া ও সুবহানাল্লাহ ৩৩ আলহামদুলিল্লাহ ৩৩, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পাঠ করা রাসূল (সঃ)-এর আমল ছিল। পায়ের উপর পা খাড়া করে শুইবে না।

(দুই) ঘুমানোর আগে দরজা বন্ধ করা, পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা, বাতি নিভিয়ে ফেলা রাসুল (সঃ)-এর নির্দেশ।

(তিন) ঘুম থেকে উঠার সময় বলতে হবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

আল হামদুলিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা অ এলাইহিন নসুর' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মৃত্যুর (ঘুমের) পর আমাকে জীবিত (জাগ্রত) করলেন-

(চার) ঘুম থেকে উঠে শয়তানের দেয়া ৩টি গিরা খুলে ফেলতে হলে তিনটি কাজ করতে হবে। ১. ঘুম থেকে উঠে দোয়া পড়া, ২. মেসওয়াক সহ ওজু করা ৩. জায়নামাজে দাড়ানো।

(পাঁচ) দুপুরে খাবার পর অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম (কায়লুলা) করা উত্তম।

(ছয়) বিশ্রামের নামে বেশী ঘুমানো মানুষকে অলস ও অচল করে। অতিঘুম মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

খেলাধূলার সময়ে

শারীরিক ব্যায়াম হয় এমন খেলা ইসলামে অনুমোদিত। যে সমস্ত খেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয় না, শরীরের ফরজ অঙ্গ (গোপনীয় অঙ্গ) প্রকাশ হয়ে যায় তা নিষিদ্ধ। খেলার নেশা সৃষ্টি হওয়া এক ধরনের রোগ।

কোন মুমিনের এ নেশা সৃষ্টি হওয়া উচিৎ নয়। খেলার জন্য কতিপয় জিনিষ মনে রাখতে হবেঃ-

(এক) সময় খুবই মূল্যবান। খেলাধূলার মাধ্যমে শরীরের ব্যায়াম যাতে আদায় হয়ে যায় তা খেয়াল রাখতে হবে।

(দুই) খেলাধূলা করতে গিয়ে খেলার নেশায় নামাজের সময়, লেখাপড়ার সময় যাতে নষ্ট না হয়।

(তিন) শরিয়তের কোন সীমা লংঘনমূলক খেলাধূলা থেকে বিরত থাকা। অবসর সময়ই খেলাধূলার উপযুক্ত সময়। নির্দোষ কৌতুকময় কথা বলা যায়েজ।

(চার) খঞ্জর চালানো ও তীর চালানো খেলাকে রসুল (সঃ) উৎসাহিত করতেন।

লিখাপড়ার সময়ে

জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য ফরজ। কুরআন হাদীসের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জাগতিক ও বৈষয়িক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কুরআন হাদীসের জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালাতে হবে। লিখাপড়ার জন্য খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) অর্থসহ কুরআন পড়াকে লেখাপড়ার এক নম্বর বিষয় বানাতে হবে। অর্থসহ হাদীস পড়াকে তার সাথে যুক্ত করতে হবে। কুরআন হাদীস পড়া কোন দিনও যাতে বাদ না যায়।

(দুই) ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ ঘন্টা নির্ধারণ করতে হবে।

(তিন) জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে লিখার গুরুত্ব ও প্রভাব বেশী বলেই প্রথমে লিখা পরে পড়ার কথা উচ্চারণ করা হয়। বেশী লিখার অভ্যাসই ভাল ছাত্রের পরিচয়।

(চার) ছাত্রদের প্রথম শ্রেণী (ফার্স্ট ডিভিশন) পাবার টার্গেট নিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। এজন্য গড়ে ৭/৮ ঘন্টা পরিশ্রম প্রয়োজন।

অফিস বা কর্মক্ষেত্রে

নিজ হাতে কামাইকে উত্তম রিজিক বলা হয়েছে। যাদের যেখানে কর্মক্ষেত্র সেখানে তাদেরকে ইসলামী আচরণ মেনে চলতে হবে ঃ-

(এক) প্রবেশের সময় 'আসসালামু আলাইকুম' বলে প্রবেশ করা।

(দুই) অধীনস্থ লোকজনের সাথে 'মুসাফা' সহ তাদের খোঁজ খবর নেয়া।

(তিন) শরয়ী ওজর বা গুরুতর কোন সমস্যা থাকলে তা বিবেচনা করে প্রথমেই সমাধা করা।

(চার) সম্ভব হলে দিনের শুরুতে ও শেষে পরামর্শ নেয়া বা দেয়া।

(পাঁচ) কারো সাথে কোন সমস্যা হলে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সমাধান করে নেয়া।

(ছয়) অফিস্ বা কর্মক্ষেত্রে যথাসময়ে হাজিরা দেয়া ও অফিসের নিয়মনীতি মেনে চলা।

(সাত) অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

অমুসলিমদের প্রতি

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন কোন ব্যক্তি কোন অমুসলিমের হক নষ্ট করলে বা তার উপর কোনো জুলুম করলে কাল কিয়ামতে তিনি বাদী হয়ে আল্লাহর নিকট হক নষ্টকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। এ জন্য খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) অমুসলিমদের জান-মালের কোন ক্ষতি করা যাবে না।

(দুই) তারা বিপদগ্রস্থ হলে বা কষ্টে পড়লে তাদের সাহায্য করতে হবে।

(তিন) ন্যায় বিচার ও ইনসাফ ভিত্তিক ফায়সালা করতে হবে।

(চার) সত্য দ্বীনের (ইসলামের) দাওয়াত ও তাদের কাছে পৌছাতে হবে।

মহিলাদের প্রতি

যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম নয় (গায়ের মোহাররাম) তাদের সাথে আচরণের সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে। গায়ের মুহাররাম মহিলাদের

সাথে পর্দা ফরজ। এজন্য খেয়াল করতে হবে ফরজ যাতে পালিত হয়। একজন মহিলার জন্য নিম্নে বর্ণিত গায়ের মুহাররামদের সাথে পর্দা রক্ষা করতে হবে- পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে হবে ঃ-

(এক) চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাইগণ

(দুই) ফুফা, খালু।

(তিন) চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো মামা ও চাচা।

(চার) দেবর, ভাসুর।

(পাঁচ) ননদের জামাই, ভগ্নিপতি, দুলাভাই।

(ছয়) চাচা শ্বশুর, মামাশ্বশুর, খালুশ্বশুর, ফুফা শ্বশুর।

(সাত) বেয়াই ও তালই।

মনে রাখতে হবে- যারা তার স্ত্রী পরিবারকে পর্দায় রাখে না তারা দাইয়ুস। হাদীসে আছেঃ-

الدَّيُّوْثُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ .

আর দাইয়ুস জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ওয়াদা পালনে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন বক্তব্য খুব কমই রেখেছেন যেখানে এ কথা দুটি বলেননি-

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَه (بخارى)

তা হল 'যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নাই আর যে ওয়াদা পালন করে না তার দ্বীন নাই।' ওয়াদা লংঘন ও আমানতের খেয়ানত মুনাফেকীর বৈশিষ্ট্য। ওয়াদা পালন অবশ্যই করতে হবে। পাকা ওয়াদা ভঙ্গ হলে তার কাফফারা সুরা মায়েদার-৮৯ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

(এক) দশজন মিসকিনকে খাবার দিতে হবে (দুবেলার খাবার বা ১-সা খাদ্য)

(দুই) দশজন মিসকিনকে কাপড় দিতে হবে।

(তিন) আর্থিকভাবে অসমর্থ হলে তিনটি রোজা রাখতে হবে।

(চার) কথামত নির্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারলে সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুনরায় সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।

(পাঁচ) মনে রাখতে হবে হক্কুল এবাদ বা বান্দার হক যতক্ষণ বান্দা মাফ না করে ততক্ষণ আল্লাহ্ তা মাফ করেন না। দুনিয়াতে প্রচুর পরিমাণ নেকী নিয়ে আখেরাতে হাজির হলেও দাবীদারগণকে পাওনা অনুযায়ী নেকী দিয়ে পরিশোধ দিতে হবে। তাতেও না হলে তাদের গুনাহ্ নিয়ে দোযখে যেতে হবে।

(ছয়) নিজের সন্তানকেও কিছু দিতে চেয়ে না দিলে আমল নামায় একটি মিথ্যা লেখা হয়।

কুরআন হাদীস অধ্যয়নে

কুরআন হাদীস অধ্যয়ন করা এবং তা থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করা ফরজ। কুরআন পাঠককে উত্তম ব্যক্তি বলা হয়েছে। তাকে প্রার্থনা কারীর চেয়েও বেশী সওয়াব দান করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন পাঠ থেকে যারা বিমুখ থাকবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ করে উঠানো হবে। কুরআন পক্ষের অথবা বিপক্ষের সুপারিশকারী হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম বলেছেন,

اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ .

"আল কুরআন হয় তোমার পক্ষে কথা বলার দলীল হবে না হয় তোমার বিপক্ষে দলীল হবে।" - আল হাদিস।

কুরআন পাঠের সময় খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) ওজু করে এবং সেই সাথে আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহকারে মধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে।

(দুই) থেমে থেমে (তারতীল) অর্থ বুঝে আয়াত পাঠের চেষ্টা করতে হবে।

(তিন) কুরআন পাঠের সাথে সাথে অর্থসহ হাদিস পাঠ করতে হবে।

(চার) আয়াত দ্বারা নিজেকে সংশোধন (তাজকিয়া) এর জন্য আমার মধ্যে যা নাই তা অর্জন করতে হবে। অন্য দিকে যা খারাপ আছে তা বর্জন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে তার তালিকা তৈরী করতে হবে।

(পাঁচ) আয়াত পাঠে ঈমানবৃদ্ধি ও আল্লাহর স্মরণে দিল কাঁপতে হবে।

(ছয়) সে আমাদের দলে নহে যে সুর করে কুরআন পড়ে না। (বুখারী)

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّى بِا الْقُرْاٰنِ- (بخارى)

(সাত) যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন সমাপ্ত করে সে কুরআন বুঝে নাই। (তিরমিযী)

(আট) যে বাড়ীতে কুরআন পাঠ হয় না সেটি একটি উজাড় বাড়ী। সে বাড়ীতে মানুষ নয়, অমানুষ বাস করে। যেমন ইঁদুর, ছুঁচা, বিড়াল, কুকুর, সাপ ইত্যাদি।

বাজার করার সময়ে

জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য হাট বাজার করতে হবে। রসূল (সঃ) বাজারে যেতেন। অনেক সময় শুধু সালাম দেয়ার জন্যও তিনি বাজারে যেতেন। বাজারে অনেক লোকের সাথে সাক্ষাত হয়। সালামের মাধ্যমে নেকী অর্জনের মহা সুযোগ থাকে। শুধু বাজারে ঘুরাঘুরি অপছন্দনীয় কাজ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন -

اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ اَسْوَاقُهَا ٠

সবচেয়ে ভাল জায়গা হচ্ছে মসজিদ সমূহ আর সবচেয়ে খারাপ জায়গা হচ্ছে বাজারসমূহ। বাজারে যা মনে রাখতে হবে ঃ-

(এক) প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনা বেচা করার সময় সততা রক্ষা করতে হবে - কাউকে ধোকা দেয়া বা প্রতারণা করা যাবে না।

(দুই) ক্রেতা হোক বিক্রেতা হোক চেনা হোক অচেনা হোক ব্যাপক সালাম দিতে হবে।

(তিন) সম্ভাব্য দ্বীনের দাওয়াতী কাজও করতে হবে। মক্কায় অনুষ্ঠিত ওকাজের মেলায় রাসূল (সঃ) দাওয়াতী কাজ করেছিলেন।

যানবাহনে চলার সময়ে

রাসূল (সঃ) যানবাহনে চড়তেন এবং যার উপর আরোহন করতেন তার খোঁজখবর নিতেন। যানবাহনে চলা লোক পায়ে হাঁটা লোককে সালাম দিতে হবে, পায়ে চলা লোক বসে থাকা লোককে সালাম দিতে হবে, একাকী লোক জামায়াত বদ্ধ লোককে সালাম দিতে হবে। যানবাহনে চলার সময় খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) যানবাহন আকাশ বা স্থলপথে হলে প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর "সুবহানাল্লাজী সাখখারালানা হাযা অমা কুন্না লাহু মুকরেনীনা অইন্না এলা রব্বেনা লামুনকালেবুন" (ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি একে আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন- যার উপর নিয়ন্ত্রণকারী আমরা ছিলাম না- এবং তার দিকেই ফিরে যেতে হবে) বলতে হবে।

(দুই) পানি পথে হলে 'বিসমিল্লাহে মাযরেহা অমুরসাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহীম (আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল ও দয়াবান) বলতে হবে।

(তিন) চলার পথে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে - দামী ও মূল্যবান যানবাহনের যাত্রী সালাম বলবে কমদামী যানবাহনের যাত্রীকে (যেমন কার বা জীপের আরোহী মটর সাইকেল আরোহীকে, মটর সাইকেল আরোহী বাইসাইকেল আরোহীকে, বাইসাইকেলারোহী পথচারীকে)।

বিয়ে বাড়ীর অনুষ্ঠানে

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِىْ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ٠

'বিয়ে আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'- বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)। বিয়ে বাড়ীতে যাতে কোন শরিয়ত বিরোধী কাজ না হয় সেজন্য খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) ব্যাপক লোকের সমাগম হয় বিধায় মহিলাদের জন্য পর্দা দিয়ে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(দুই) বিয়ে পূর্ব, পর প্রচলিত শিরক বিদআত বন্ধ করতে হবে। বরকতের জন্য গায়ের মুহাররাম লোকের হাতে তুলে দেয়া খানা, বৌ দেখার নামে শরয়ী পর্দা লংঘন, বিপদাপদ দূর করার জন্য নতুন বৌকে মৃত পীর ফকিরের কবর ঘুরিয়ে আনা (যা স্পষ্ট শিরক ও বিদআত) বন্ধ করতে হবে।

(তিন) পাত্রীকে মোহর না দেওয়া (অসম্ভব পরিমান ধার্য করে বাকী ও ফাকী দেয়া), ডিমান্ড নেয়া (যা শুকরের গোশতের চেয়েও হারাম), কাপড়-অলঙ্কার প্রদর্শন প্রতিযোগিতা, গীবত, গানবাজনা, খাবার অপচয়, বেগানা পুরুষকে (ও বরকে) উঁকি মেরে দেখা ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে ও জানাজায়

মৃত্যুর সময় এই দুয়াটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) পড়েছিলেনঃ-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَالْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى (بخارى)

"আল্লাহুম্মাগফিরলী অরহামনী অল হিকনী বিররাফিকিল আ'লা' (হে আল্লাহ আমাকে মাফ করো দয়া কর আর মহান বন্ধুর সাথে মিলিত কর)। যদি কারো প্রাণ বের হবার সময় হয় তবে তাকে শাহাদাতাইন (দুই সাক্ষ্যের কালেমা) তালকীন দিতে হবে ঃ-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

(এক) মৃতের জন্য অশ্রু বের হলে তা নিষিদ্ধ নয়, তবে শব্দ করে কান্না নিষেধ। যারা কাঁদবে তাদের কান্না থামাতে হবে।

(দুই) মরার আগেই পরিবার পরিজনকে বিলাপ করে কান্না না করার অসিয়ত করে যেতে হবে। নতুবা কান্নাকাটির গুনাহ মৃতের উপর চাপবে।

(তিন) মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের জন্য তার আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে খাবার তৈরী করে তার বাড়ীতে পাঠাতে হবে।

(চার) জানাজার সময় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন অভিভাবককে মৃতের ঋণ-দেনা পাওনা আদায় ও ভুল-ত্রুটি মাফ চেয়ে ঘোষণা দিতে হবে।

অসুস্থ লোকের পাশে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, عُوْدُوا الْمَرِيْضَ "উদুল মারিজ" রোগীকে দেখতে যাও (বুখারী)। আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন 'আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি'- কোন রোগাক্রান্ত বান্দাকে দেখতে গেলেই আল্লাহকে দেখতে যাওয়া হয়ে যায় (মুসলিম)। রসুল (সঃ) আরো বলেছেন- রোগাক্রান্ত মুসলমানকে দেখতে যেয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে জান্নাতের ফলমূলের (খুরফার) মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। (মুসলিম)

সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর বিকেল বেলা রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে- (তিরমিযী)। রোগীর জন্য যা করণীয়ঃ-

(এক) রোগীর জন্য দোয়া

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

'আযহিবিল বাসা রব্বান্নাস, ইশফি আনতাশ শাফি লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা (রোগ দূর কর, হে মানুষের প্রভু, রোগ মুক্তি দান কর, তুমি রোগমুক্তি দানকারী, তোমার রোগমুক্তি ছাড়া কোন রোগমুক্তি কার্যকর নয়। এমন আরোগ্য দাও যার পর আর কোনো রোগ না থাকে। -বুখারী মুসলিম।

(দুই) ব্যথা প্রচন্ড হলে ব্যথার জায়গায় হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ পড়তে হবে এবং সাতবার এ দোয়া পড়তে হবে "আউজো বেইজ্জাতিল্লাহি অ কুদরাতিহি মিন সাররে মা আজেদু অ উহাযিরু" (আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরাতের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনিষের অনিষ্টকারিতা থেকে যা আমি পাচ্ছি এবং যার আধিক্যকে আমি ভয় করি)-মুসলিম।

(তিন) যখনই কোন রোগীকে দেখতে যাবে তখন তার মাথায় হাত রেখে বলতে হবে . لا بَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

'লা বাসা, তাহুরুন ইনসা আল্লাহ' (কোন চিন্তা নেই, আল্লাহ আপনাকে পবিত্র করবেন)।

(চার) রোগীর কাছে দুধ দোহনের সময় (অল্প সময়) অবস্থান করা এবং তার জন্য দোয়া করা ও দোয়া চাওয়া সুন্নাত।

(পাঁচ) হাসপাতালে বা অন্য কোন স্থানে পাশে রোগী থাকলে শুধু নিজ রোগীর খবর না নিয়ে পাশের রোগীরও খবর নেয়া ও দোয়া করা একান্ত জরুরী- না হলে সে কষ্ট পায় আফসোস করে।

ঝড় বৃষ্টির সময়ে

ঝড় বৃষ্টি দেখে আখেরাতের স্মরণ করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আকাশে কোনো মেঘ দেখলে ভীত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন- যেন অতীত কওমের মত গজব দিয়ে ধ্বংস না করেন। অতিমাত্রায় ঝড় বৃষ্টি হলে যা করতে হবে ঃ-

(এক) দোয়া বলতে হবে ঃ-

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ .

আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বেগাজাবিকা, অলা তুহলেকনা বেআযাবিকা অ আফিনা কাবলা যালিকা। (হে আল্লাহ তোমার গজব দিয়ে আমাদের শেষ করনা এবং তোমার আজাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করো না- তার আগে আমাদেরকে মাফ করে দিও)।

(দুই) ঝড় শুরু হয়ে গেলে জোরে আজান দিতে থাকবে।

(তিন) বেশী বেশী এস্তেগফার করতে হবে।

সন্তান ভূমিষ্টের পরে

আল্লাহ তায়ালা সুরা ফুরকানের ৭৪ নং আয়াতে দোয়া করা শিখিয়েছেন
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۔ (فرقان)

"রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা অযুররিয়াতেনা কুররাতা আইউনিও অজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা।"- হে আমাদের রব আমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদিগকে আমাদের চোখের শীতলতার উৎস বানাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ অগ্রগামী বানাও। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ শুধু নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে না বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করে। এমনকি মুত্তাকীদের আদর্শ ও অনুকরণীয় হবার মানে উত্তীর্ণ করার জন্য চেষ্টা করে ও দোয়া করে। এ জন্য করণীয়ঃ-

(এক) সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দিবে- যাতে পৃথিবীতে এসেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা শুনতে পায় এবং এ কাজের জন্যই তার আগমন।

(দুই) ছোট বাচ্চাদের মুখে চুম্বন দেয়ায় আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

(তিন) সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ, আবদুর রহমান, নবীদের নামে নাম অথবা ভাল অর্থ বোধক নাম রেখে আকিকা দিতে হবে।

(চার) সন্তানের জন্য পিতার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তাকে জ্ঞান ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেয়া। (মুসলিম)

(পাঁচ) আদর করার সময় হাত বাড়িয়ে বাচ্চাকে সালাম দেয়া শিখাতে হবে।

(ছয়) আল্লাহ শব্দ বাচ্চার মুখে সর্ব প্রথমে শিখাতে হবে।

(সাত) খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) শিহাবকে 'হিশাম', আছিয়াকে 'জামিলা' এবং বাররাকে 'জয়নব' নাম রেখেছিলেন।

মোহর সংক্রান্ত

আমাদের দেশে মোহর নির্ধারণ ও তা পরিশোধ না করা একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। এটাকে বাস্তবতার সাথে নির্ধারণ করা ও তা আদায় করা হয় না। ফলে কোন কোন ব্যক্তি পরিশোধের নিয়াত না করার কারণে বিয়ে করে থাকলেও অজান্তে ব্যভিচারের গুনাহ করে চলছে। তাই এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আর একটি কথা হল টাকা পাত্রীকে (মোহর) দিতে হবে, কিন্তু এখন টাকা পাত্রকে ডিমান্ড হিসেবে দিতে হচ্ছে। এটা হারাম ও জাতির জন্য অভিশাপ। এটা অচিরেই বন্ধ করতে হবে।

(এক) মোহর নির্ধারণ ও তা পরিশোধ ওয়াজিব। সূরা নিসা-২৪
(দুই) বিয়ে পড়ানোর সময় নগদ মোহর পরিশোধ সুন্নাত। (আবু দাউদ)
(তিন) সামর্থের বাইরে মোহর নির্ধারণ করা জায়েজ নয়। (মিশকাত)
(চার) অল্প বেশী যাই মোহর নির্ধারিত থাকুক, মোহর পরিশোধের নিয়াত না থাকলে সে ব্যভিচারী। (তাবরানী)

মসজিদের প্রতি

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা মসজিদ এবং সবচেয়ে খারাপ জায়গা বাজার। মসজিদের আদব কায়দা সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) মসজিদে প্রবেশ করে দুরাকাত নামাজ আদায় করা মসজিদের হক।
(দুই) প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করে

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ۔

"আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা (হে আল্লাহ তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও) বলা এবং বের হবার সময় প্রথমে বাম পা বের করে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۔

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাজলিকা (হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ চাই) বলা।

(তিন) মসজিদে সার্বক্ষনিক আল্লাহর স্মরণ (জিকর, তাফসীর, ইসলামী আলোচনা) করা।

(চার) মসজিদকে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করেন। মসজিদে চোরের শাস্তি দিয়ে বিচার কাজ চালাতেন- সাহাবীদের প্রশিক্ষণ দিতেন।

অনুষ্ঠান ও সমাবেশ

আমাদের মধ্যে অনুষ্ঠান ও সমাবেশে লোকজন বসার ও কথা বলার জন্য ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। কুরআন হাদিসে এসব ব্যাপারে যা বলা হয়েছে ঃ-

(এক) প্রথম জন এসে প্রথম কাতারে বসবে। আগে প্রথম কাতার পূরণ করে বসতে হবে।

(দুই) জায়গা না থাকলে অন্যের জায়গা করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। যে অন্যের জায়গা করে দেয় আল্লাহও তার জন্য জান্নাতে জায়গা করে দিবেন। অপরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(তিন) অনুমতি ছাড়া কথা বলা যাবে না।

(চার) সমাবেশে কথা বলার আগে সালাম দিতে হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল (সঃ)-এর উপর দরুদ পড়তে হবে

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

'নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম'- সংক্ষেপে বলে নিতে হবে।

(পাঁচ) সংক্ষেপ বক্তৃতা উত্তম। জরুরী কথা একাধিকবার বলা যেতে পারে।

ছেলের খাতনায়

খাতনা করা সুন্নাত। এর জন্য কোন আনুষ্ঠানিক দাওয়াত বৈধ নয়। আমাদের দেশে কার্ড ছাপিয়ে দাওয়াত দেয়। উপঢৌকন এর লোভে বড় লোকদের বেছে বেছে দাওয়াত দেয়া হয়। গরীবদের অবহেলা করা হয়। এ জন্য মনে রাখতে হবে -

(এক) খাতনা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সুন্নাত।

(দুই) পারিবারিক ভাবেই খাতনা করাতে হবে।

(তিন) ঘটা করে অনুষ্ঠান করা ঠিক হবে না।

(চার) মিসকিন খাওয়ানোর দিকেই বেশী নজর দিতে হবে।

বিচার সালিশে

আল্লাহ্ বলেনঃ-

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا . (حجرات -٩)

অর্থঃ- মোমিনদের দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (হুজরাত-৯)

এখানে সুরা হুজরাতে দুইদল যুদ্ধ বা ঝগড়াতে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে বিচার মীমাংশা করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কাজকে সবচেয়ে বেশী নেকীর কাজ বলা হয়েছে। শয়তান এ কাজেই সবচেয়ে বেশী না্খোশ হয়ে থাকে। তাই -

(এক) স্বামী-স্ত্রী হোক, দুই পরিবারে হোক, দুই দলে হোক ঝগড়া বিবাদ মিটানোর চেষ্টা সাথে সাথে করতে হবে। ব্যক্তিগত সাক্ষাত করে উভয় পক্ষকে নরম করতে হবে।

(দুই) কোর্ট কাচারীতে মামলা চলে যাবার আগেই মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা নিতে হবে। সীমা লংঘনকারীকে কুরআন-হাদীসের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

(তিন) ইনসাফ কায়েমের ক্ষেত্রে যেন কোন পক্ষপাতিত্ব স্থান না পায়। রাগের অবস্থা হোক আর সন্তুষ্টির, যে কোন অবস্থায় আদলের উপর কায়েম থাকতে হবে।

(চার) 'মনে রাখতে হবে, ভুল করে মাফ করা যায়, কিন্তু ভুল করে শাস্তি দেয়া যায় না।'

(পাঁচ) পরস্পরের প্রতি ভাল ধারণা সৃষ্টির জন্য নুতন অতিরিক্ত কথা যোগ বা বিয়োগ করা যাবে।

পানি, গ্যাস ও আলো সংক্রান্ত

আধুনিক সভ্যতায় পানি, গ্যাস ও আলোর অবদান অনস্বীকার্য। এ সব আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামত। আল্লাহর নিয়ামত গুনতে চাইলে গুনতে পারা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন -

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ٠

অর্থঃ- তোমরা আল্লাহর নিয়ামাত গণনা করতে চাইলে গুণতে পারবে না। (ইবরাহীম-৩৪)

এগুলোর সঠিক হক আদায় করতে হলে -

(এক) আল্লাহর কাছে বেশী শোকর গোজার হতে হবে।

(দুই) বাতির সুইচ অন করার (জ্বালানোর) সময় বিসমিল্লাহ, বিদ্যুৎ হঠাৎ অফ বা চলে যাবার সময় ইন্নালিল্লাহ, বিদ্যুৎ চলে যাবার পর পূণরায় আসার সময় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে।

(তিন) পানির কল ও চুলার গ্যাস চালু করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে।

(চার) অযথা লাইট জ্বালিয়ে রাখা, চুলা জ্বালিয়ে রাখার অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ٠ (بنى اسرئيل - ٢٧)

অর্থাৎ "নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই।" (বাণী ইসরাইল-২৭)

(পাঁচ) পানির অল্প পরিমান অপচয় ও (নদীতে অজু করলেও পরিমান মত পানি খরচ কর- হাদীস) বন্ধ করতে হবে।

(ছয়) কিছু অপচয় করার অর্থই অন্যের হক নষ্ট করা।

বাড়ীতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়

বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হবার সময় ইসলামী বিধান অনুসরণ করতে হবে। প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ, অন্যের বাড়ী হলে অনুমতি ও সালাম দেয়া ইসলামী বিধান। সুরা নূর এ অনুমতি ও সালাম ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ٠ (نور- ٢٧)

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজের বাড়ী ছাড়া অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ অনুমতি না পাবে ও বাড়ীর লোকদের সালাম না দিবে। (নূর-২৭)

এ জন্য যা মেনে চলতে হবে -

(এক) বাড়ী থেকে বের হবার সময় পিতা, মাতা, স্ত্রী বা অন্য কোন সদস্য হলেও জানিয়ে যেতে হবে কোথায় গেলেন ও কখন ফিরবেন।

(দুই) যাবার সময় সালাম দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দোয়াঃ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ٠

বিসমিল্লাহে তাওয়াক্কালতো আলাল্লাহে, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহর নামে আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হচ্ছি যে মহান আল্লাহর শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই) পড়তে হবে।

(তিন) বাড়ীতে প্রবেশের সময় আসসালামু আলাইকুম বলে শব্দ সহ নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করতে হবে যাতে কোন সদস্য অসতর্ক অবস্থায় থাকলে সতর্ক হবার সুযোগ পায়।

(চার) অন্যের বাড়ী হলে প্রবেশের সময় আগে অনুমতি অতঃপর সালাম দিয়ে ঢুকতে হবে। তিনবার অনুমতি চেয়ে না পেলে ফিরে আসতে হবে।

(পাঁচ) দাঁড়ানোর সময় উঁকি না মেরে দরজা থেকে সরে এক পার্শ্বে দাড়াতে হবে। উঁকি মারা চোখকে কানা করে দিলেও দোষ হবে না।

(ছয়) 'কে' বলার জবাবে 'আমি' না বলে নাম বলতে হবে।

রাতের এবাদাতে

আল্লাহ সুবহানাহু অ তায়ালা বলেন,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ٠

(سجده - ١٦)

"তারা তাদের শরীরের পার্শ্ব সমূহ বিছানা থেকে আলাদা রেখে তাদের রবকে ডাকে আশা ও আশংকার মধ্যে এবং আমি যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (কিছু সময়ের জন্য হলেও রাতে এবাদত

করে)"-(সাজদা-১৬) 'যে ব্যক্তি সকাল (সূর্য উঠা) পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে সে এমন ব্যক্তি যার দুই কানে অথবা এক কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে'- (বুখারী মুসলিম)। তাই যা করা দরকার ঃ-

(এক) স্বামী স্ত্রীকে জাগাবে প্রয়োজনে পানি ছিটা দিবে - আবার স্ত্রী স্বামীকে জাগাবে প্রয়োজনে পানি ছিটা দিবে। (আবু দাউদ)

(দুই) ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজ। (বুখারী, মুসলিম)

بَعْدَ صَلوةِ الْمَكْتُوبَةِ صَلوةُ اللَّيْلِ - (متفق عليه)

(তিন) প্রথম রাতে ঘুমিয়ে নিবে, শেষ রাতে জেগে নামাজ পড়বে - (বুখারী, মুসলিম)।

(চার) চোখের পানি ফেলে ক্ষমা চাইলে জাহান্নামে যাওয়া ঐ রকম অসম্ভব যেমন দুধ দহনের পর গাভীর বাটে দুধ প্রবেশ করানো অসম্ভব- আল হাদীস।

لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُوْدُ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ (তিরমিযী)

(পাঁচ) চোখে পানি না আসলে (অন্তর কঠিন হলে) ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাতে হবে ও মিসকিনকে খাবার পৌছাতে হবে। তাহলে চোখে পানি আসবে।

(ছয়) রাসূল (সঃ) আল্লাহর ভয়ে কাঁদার দরুন তাঁর পেট থেকে হাঁড়ির মত আওয়াজ বেরিয়ে আসত। (আবু দাউদ)

বিপদের সময়ে

আল্লাহ তায়ালা বিপদ আপদ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ۔ (بقرة - ١٥٥)

অর্থ-আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, মালের ক্ষতি, জানের ক্ষতি, ফলমুলের ক্ষতি ফসলের ক্ষতি দ্বারা আর যারা সবর করবে তারাই সফলকাম।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন কষ্ট ও বিপদের

মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাহর গুনাহ্ দূর করেন। তাই ঃ-

(এক) বিপদকে পরীক্ষা মনে করতে হবে ও সবরের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে হবে।

(দুই) পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমোশন ও পদোন্নতি হয়। অতএব বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হলে আল্লাহও প্রমোশন দিবেন- আশা করতে হবে।

(তিন) বিপদ-মসীবত ও কষ্ট দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয় তাই সবর করতে হবে।

(চার) বিপদ মসীবত আসলেই إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . বলতে হবে। (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।)

(পাঁচ) অপরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - (حشر - ٩)

"এবং তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অভাব অনটনের মধ্যে থাকে।"

সিড়ি দিয়ে উঠা-নামার সময়ে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরে উঠার সময় আল্লাহ্ আকবার এবং নীচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলতেন। (বুখারী, আবু দাউদ) তাই মনে রাখতে হবেঃ-

(এক) কোন সিড়ির ধাপে ধাপে উপরে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলতে হবে।

(দুই) সিড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় ধাপে ধাপে সুবহানাল্লাহ্ বলতে হবে।

ছোটদের ও বড়দের প্রতি

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

"যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না ও ছোটদের স্নেহ করে না সে

আমাদের দলভুক্ত নয়।" তাই ছোট না বড় এটা খেয়াল করেই তাদের সাথে আচরণ করতে হবে।

(এক) বয়সে ছোট বয়সে বড়কে সালাম সহ বসার জায়গা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(দুই) বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবে ও তাদের কথা বলা অবস্থায় নিজে কথা বলা উচিৎ নয়।

(তিন) খাবার সময় ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের সময় খাদ্য, পানি বা আসন প্রথমে তাদের দিয়েই শুরু করতে হবে।

(চার) ছোটদেরকে আদর করা, খোজ খবর নেয়া (কেমন আছ, কোন ক্লাসে পড়, আজ কি খেয়েছ ইত্যাদি) ও সালামে অভ্যস্থ করার নিয়াতে আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

ফকির মিসকিনের প্রতি

ফকির ও মিসকিনকে সাহায্য করা ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। যারা দ্বারে দ্বারে গিয়ে চাইতে পারে তারা ফকির এবং যারা খেতে পায় না কিন্তু লজ্জার কারণে চাইতে পারে না তারা মিসকিন।

(এক) যাকাত ওশর বের করে তা থেকে এবং নিজের সম্পদ থেকে ফকির মিসকিনকে দিতে হবে।

(দুই) ঘোড়ায় চড়ে এসে চাইলেও দিতে হবে। তেমনি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যারা ভিক্ষা করে কিয়ামতের দিন তাদের মুখে গোশত থাকবে না। ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করা উত্তম। (বুখারী)

(তিন) জাহান্নামীদের জাহান্নামে যাবার একটি কারণ মিসকিনকে খেতে না দেয়া- (সুরা মুদ্দাসসির)। তাই মিসকিনকে খেতে দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

(চার) অন্তর নরম করে চোখের পানি ফেলার জন্য ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানোর সাথে সাথে মিসকিনকে খেতে দিতে হবে।

(পাঁচ) উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। (আল হাদীস)

সফরকালীন সময়ে

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۔ (النحل - ٢٩)

অর্থ ঃ বল তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর আর দেখ পাপীদের কী পরিণতি হয়েছে। (আন নাহ্‌ল-২৯)

আল্লাহর নিদর্শন দেখার জন্য ও দ্বীনের দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য সফর করা জরুরী। এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে ঃ-

(এক) রাসুলুল্লাহ (সঃ) বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। বৃহস্পতিবার দিন ছাড়া তিনি খুব কমই সফরে বের হতেন। (বুখারী, মুসলিম)

(দুই) দিনের প্রথমভাগেই সফরে রওয়ানা হতেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

(তিন) তিনজন সফরে থাকলে একজনকে আমীর বানাতে হবে। (আবু দাউদ)

(চার) সফররত অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করতে হবে। বাজে চিন্তার পরিবর্তে মুখস্থ সূরা বা অংশ বলতে থাকবে।

(পাঁচ) সফরে ফরজ নামায কম (কসর) করা হয়েছে।

(ছয়) প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্র সফর থেকে ঘরে ফিরে আসবে। (বুখারী)

(সাত) সফর থেকে ফিরে এসে দুরাকাত নফল নামাজ (মসজিদে) পড়বে।

(আট) মুহাররামকে (যার সাথে বিবাহ হারাম) সাথে না নিয়ে মহিলাদের সফর করা বৈধ নয়।

(নয়) সফরে উঁচু জায়গায় উঠার সময় আল্লাহু আকবার এবং নামার সময় 'সুবহানাল্লাহু' বলতে হবে।

(দশ) সফর শেষে সকালে অথবা সন্ধ্যায় বাড়ীতে বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

(এগার) একা একা সফর না করাই ভাল।

কাজের ছেলে মেয়েদের প্রতি

আবুযার (রাঃ) এর পোশাক ও তার গোলামের পোশাক হুবুহু তার মত ছিল। (বুখারী, মুসলিম)

(এক) খাদেম যার জন্য খাবার আনে, সে যেন তার খাদেমকে এক লুকমা বা দু'লুকমা খাইয়ে দেয়। কারণ সেই তার জন্য কষ্ট করে এনেছে। (বুখারী)

(দুই) তাদের খাবার ও পোশাক নিজের ও নিজের ছেলেমেয়েদের খাবার ও পোশাক একই মানের হতে হবে।

(তিন) তাদেরকে কাচের বা মাটির পাত্র ভেঙ্গে গেলে, মনমত রান্নাবান্না বা কাপড় কাঁচা না হলে বকাঝকা করা মারপিট করা ঈমানদারের উচিৎ নয়।

(চার) তাদেরকে দাস-দাসী বলে সম্বোধন না করে বরং সেবক-সেবিকা বা ছেলেমেয়ে বলে সম্বোধন করতে হবে।

মেহমানের প্রতি

রাসুল (সঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ .

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের মেহমানদারী করে। এজন্য ঃ-

(এক) ভালভাবে মেহানদারী একদিন একরাত করতে হবে। বিনা দাওয়াতী মেহমান সাথে নিয়ে গেলে মালিকের অনুমতি নিতে হবে।

(দুই) সাধারণ মেহমানদারী করতে হবে তিনদিন পর্যন্ত।

(তিন) এর চেয়ে বেশী মেহমানদারী সাদকা বলে গণ্য হবে। (বুখারী)

(চার) মেহমানকে দরজার বাইরে গিয়ে অভ্যর্থনা করা এবং বিদায়ের সময় সাথে সাথে দরজার বাইরে বাড়ির চত্বর পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানো সুন্নাত।

(পাঁচ) আত্মীয়তা রক্ষা করলে এবং মেহমানদারী করলে রিজিক বাড়ে ও হায়াত বৃদ্ধি পায়। (বুখারী)।

ইসলামী দলের প্রতি

নিজে ইসলামী দলের অধীনে থাকতে হবে। কারণ কুরআন ঘোষণা করছে

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا .

আল্লাহর রশি জামায়াতবদ্ধ ভাবে ধরে থাক। (আলে ইমরান-১০৩) আবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন -

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسُهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ .

(مسلم)

যে মরল অথচ জিহাদ করল না, অথবা জিহাদ করার চিন্তাও তার মনের মধ্যে জাগল না সে মুনাফেকীর উপর মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

সেজন্য ঃ-

(এক) যে কোন একটি ইসলামী দলের সাথে থেকে জিহাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(দুই) আমার দলই একমাত্র ইসলামী দল অন্য কোন দল ইসলামী দল নয়- এমন দোকানদারী মনোভাব রাখা ঠিক হবে না।

(তিন) মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক থাকা-এভাবে যে, কেউ কোন ইসলামী দলের বিরুদ্ধে বলবে না।

(চার) যতটুকু বিষয়ে এক হওয়া যায় তার ভিত্তিতেই ঐক্য গড়ে তোলা।

(পাঁচ) ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দূরত্ব কমিয়ে আনা ও কমপক্ষে যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

বাড়ীর কাজে

(এক) স্ত্রীকে বাড়ির কাজে ও রান্নার কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

(দুই) ঘরবাড়ি ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করা। জুতা সেন্ডেল পরিষ্কার করা, গাভীর দুধ দোহন করা, কাপড় কাচা কাজগুলো নিজ হাতে করার চেষ্টা করতে হবে।

(তিন) শিশু সন্তানকে আদর করে চুমু দিলে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। (বুখারী)

(চার) বাড়ীর সদস্যগণকে একে অপরকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চালু করতে হবে।

(পাঁচ) বাড়ীর কাপড় চোপর আলনায় গুছিয়ে রাখা, মশারী-চাদর ও বালিশ গুছিয়ে রাখার অভ্যাস চালু করতে হবে।

(ছয়) নামাজের সময় একে অপরকে জাগিয়ে ও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

(সাত) বাড়ীতে মেহমান আসলে বিনা মেহমানদারীতে যাতে ফিরে না যায়, এক গ্লাস সরবত দিয়ে হলেও মেহমানদারী করতে হবে।

গীবতের সময়ে

অনুপস্থিতিতে কারো সমালোচনার নাম গীবত। এ সমালোচনা শুনলে সে ব্যক্তি কষ্ট পেত- এটাই গীবতের বৈশিষ্ট্য। গীবত হারাম। অল্লাহ বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

(حجرات - ١٢)

অর্থ ঃ 'তোমরা একে অপরের গীবত করো না- তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ কর? বরং তোমরা ঘৃণা করে থাক।'

(এক) কুরআন শরীফে সুরা হুজুরাতে গীবতকে নিজ মৃত ভায়ের গোশত খাবার সাথে তুলনা করা হয়েছে। হাদীসে গালমন্দ করাকে ফাসেকী বলা হয়েছে।

(দুই) হাদিসে গীবতকে যেনার চেয়ে কঠিন গুনাহ বলা হয়েছে।

(তিন) গীবত চর্চাকারী বৈঠক বন্ধ করতে হবে।

(চার) গীবত যার করা হচ্ছে তার সাথে উক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে বিষয়টির সমাধান করে দিতে হবে। ঝগড়া বিবাদ মিটাতে অসত্য কথা বলা দোষণীয় নয়।

(পাঁচ) গীবত অনুষ্ঠানে অভিশাপ বর্ষিত হয়। অভিশপ্ত স্থান থেকে প্রতিবাদ করে ওয়াক আউট করতে হবে (চলে যেতে হবে)।

(ছয়) اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ .

গীবতের কাফফারা হল যার গীবত করা হয়েছে তার মাগফেরাত কামনা করা। (মিশকাত)

(সাত) জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের জামিন হতে পারলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার জন্য জান্নাতের জামিন হবেন।

(আট) গীবতকারীর গোনাহ বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয় তার কমে।

জালেম ও মজলুমের প্রতি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۰ (لقمن - ١٣)

অর্থঃ– হে বৎস আল্লাহর সাথে শরীক করো না, নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শিরক করা সবচেয়ে বড় জুলুম। (সুরা লোকমান-১৩) । অন্যের হক নষ্ট করা বা করতে সাহায্য করা দুটোই বড় অপরাধ। মনে রাখতে হবে ঃ-

لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَتُظْلَمُوْنَ .

(এক) নিজে জুলুম করবে না এবং অপরের জুলুম বরদাশত করবে না।

(দুই) অপরের অত্যাচার থেকে মজলুমকে বাঁচালে মজলুমের সাহায্য করা হয়।

(তিন) জালেমের হাতকে জুলুম করা থেকে ফিরাতে পারলে জালেমকেও সত্যিকার অর্থে সাহায্য করা হয়।

(চার) অন্যায় ও জুলুম হচ্ছে দেখে চুপ করে কেটে পড়া, এ ধরণের লোক ঈমানদার হতে পারে না। হাত দ্বারা, কথা দ্বারা ও অন্তর দ্বারা বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(পাঁচ) জালেমের এবাদত কবুল হয় না। আর মজলুমের দোয়া আল্লাহর কাছে সরাসরি পৌছে যায় (কবুল হয়)।

কুলী মজুর রিকশাওয়ালার প্রতি

অসহায় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আল্লাহ সংগ্রাম করার তাগিদ দিয়েছেন। ধনীর পাঁচশত বছর আগে গরীব লোক বেহেশতে যাবে। এদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে ঃ-

(এক) কুলী, মজুর, রিকশাওয়ালাকে সাধারণত মানুষেরা আগে সালাম দেয় না। তাই প্রথমে তাদেরকে সালাম দিয়ে সম্মান দিতে হবে।

(দুই) তুই তাকার করে কথা না বলে বয়সে বড় হলে আপনি এবং ছোট হলে তুমি বলে সম্বোধন করতে হবে।

(তিন) তাদের সাথে কথা হলে তাদের স্বাস্থ্যের খবর, পরিবারের খবর নিয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে।

(চার) তাদের সহ খেতে বসলে একসাথে এবং কমপক্ষে একই মানের খাবার দিতে হবে।

(পাঁচ) তাদেরকে সহজ ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

(ছয়) শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ-

الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللهِ

সালাম দেয়ার সময়ে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۔ (النساء - ٨٦)

অর্থ ঃ আর যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করবে তখন তাকে উত্তম জওয়াব দাও অথবা তার সমান। (আন নিসা-৮৬)

কুরআন শরীফে সালাম দেয়ার কথা এবং সালামের উত্তর সালাম দাতার চেয়ে উত্তম ভাষায় দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই ঃ-

(এক) সালাম আগে দেয়া বেশী সওয়াব। গর্ব অহংকার থেকে মুক্ত থাকা যায়। পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

(দুই) মাথা নত না করে মুসাফাহার মাধ্যমে অথবা অন্ততঃ হাতের ইশারা করে সালাম বলা দরকার।

(তিন) সালামের সাথে 'রহমাতুল্লাহ' ও 'অবারাকাতুহু' যথাসম্ভব যোগ করলে বেশী নেকী পাওয়া যায়।

(চার) নিজের মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় প্রতিবেশীকে অবশ্যই সালাম দিতে হবে। চেনা-অচেনা সকলকেই সালাম দিতে হবে।

(পাঁচ) বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হবার সময় সালাম বলবে।

(ছয়) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ছোট বড়কে, আরোহী পথচারীকে, পথচারী বসা ব্যক্তিকে এবং সংখ্যায় ছোট দল বড় দলকে সালাম বলবে। হাদীসটি হচ্ছে-

يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي.

(সাত) মুমিন তার ভায়ের কল্যাণ কামনা করে, সে উপস্থিত থাকুক আর না থাকুক। হাদিসের ভাষায়ঃ–

وَ يَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ - (النسائى)

(আট) মুসলিম অমুসলিম মিশ্রিত থাকলে মুসলমানদের প্রতি নিয়াত করে সালাম করতে হবে।

(নয়) কেউ সালাম পাঠালে তার জবাবে বলতে হবে 'আলায়কা অ আলায়হিস সালাম।'

প্রতিবেশীর প্রতি

হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে বলার জন্য এতো বেশী আসতেন যাতে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানানো হবে। সেজন্য ঃ-

(এক) প্রতিবেশী খেতে পেল না, আমি খেলাম এমন যেন না হয়। আল্লাহর কসম সে মুমিন নয় যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

(দুই) যে প্রতিবেশীর দরজা যত কাছে তার হক ততো বেশী। গরু ছাগল হাঁস মুরগী নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করা যাবে না।

(তিন) নিজের বাচ্চাদের ফলমূল দিলে প্রতিবেশীর বাচ্চাকেও দিতে হবে। দিতে না পারলে খোসা লুকিয়ে রাখবে যাতে তারা দেখে কষ্ট না পায়। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীর বাড়ীতে ভাল খাবার বা তরকারী হাদিয়া তোহফা পাঠাতে হবে।

(চার) কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী আর লড়াই করা হচ্ছে কুফরী। (বুখারী, মুসলিম)

(পাঁচ) সংলগ্ন সম্পত্তিতে প্রতিবেশী বেশী হকদার (বুখারী)। নিজের আরামের চেয়ে প্রতিবেশীর আরামের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(ছয়) সেই প্রকৃত মুসলমান যার মুখ ও হাত থেকে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ। (বুখারী, মুসলিম)

টেলিফোনে

যারা টেলিফোন করেন বা ধরেন তারা নিয়মনীতি না মানার কারণে "আপনি কে" বলে উভয়ে কথা কাটাকাটি করে সময় ও পরিবেশ উভয়ই নষ্ট করে থাকেন। সেজন্যঃ-

(এক) বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে টেলিফোন উঠাতে হবে এবং ডায়াল ঘুরাতে হবে অথবা কানের কাছে ধরতে হবে।

(দুই) 'হ্যালো' শব্দ বলার পরিবর্তে আসসালামু আলাইকুম- আমি 'উমুক' বলছি বলতে হবে। এতে নেকীও হল, সময় ও বাঁচল, পরিবেশও ভাল হল।

(তিন) টেলিফোনের পাশে নোট খাতা ও কলম রেখে প্রয়োজনীয় কথা নোট করে নিয়ে কথা সংক্ষেপ করতে হবে।

(চার) কথা শেষে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে শেষ করতে হবে।

(পাঁচ) সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্য তাই পছন্দ করবে। হাদীসের ভাষায়ঃ-

وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ . (ترمذى)

(ছয়) টেলিফোন লাইন ব্যস্ত থাকলে (engaged) কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

চিঠি লেখার সময়ে

চিঠি লিখা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। সকল লোকের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ ও সময় হয় না তখন চিঠি লিখে কাজ করতে হয়। সেজন্যঃ-

(এক) শুরুতে বিসমিল্লাহ ও সম্বোধনে আসসালামু আলাইকুম এবং সবশেষে আসসালামু আলাইকুম সহ আল্লাহ হাফেজ লিখা অভ্যাস করতে হবে।

(দুই) 'ভাল আছি' কথাটি বলার পূর্বেই আলহামদুলিল্লাহ বলা বা লিখা জরুরী।

(তিন) প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে এ কথা কয়টি যোগ করা- কুরআন অর্থসহ বুঝা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে হয় কিনা, দাওয়াতে দ্বীনের কাজ হচ্ছে কিনা... তার খোঁজ খবর নেয়া।

(চার) সালামের জবাব দেয়া যেমন জরুরী হয়ে পড়ে তেমনি কেউ পত্র লিখলে জবাব দেয়ায়ও জরুরী মনে করতে হবে।

(পাঁচ) রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইসলামের যে দাওয়াতী চিঠি লিখেছিলেন তার নিয়ম প্রথমে প্রেরকের নাম ও পরিচয়, প্রাপকের নাম ও পরিচয়, অতঃপর সালাম, দোয়া ও বক্তব্য লিখেছিলেন।

ক্রোধ ও হাসির সময়ে

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন -

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - (ال عمران : ١٣٤)

অর্থ ঃ "যারা ক্রোধকে হজম করে ও লোকদেরকে মাফ করে দেয়।"

রাসুলুল্লাহ (সঃ) যে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় তাকে বীর পুরুষ বলেন নাই বরং যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তাকেই বীর পুরুষ বলেছেন। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ-

(এক) কারো জন্য তার মুসলমান ভায়ের সাথে তিন রাতের বেশী দেখা সাক্ষাত বন্ধ রাখা জায়েজ নাই। (বুখারী)

(দুই) রাগ বা ক্রোধ করতে নিষেধ করতে হবে। প্রয়োজনে বার বার বলতে হবে। ক্রোধ, হিংসা ও শত্রুতা দ্বীনকে মুন্ডন করে দেয়।

(তিন) রাগ হলে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম" বলতে হবে। ফলে রাগ উপশম হবে।

(চার) রাগের মাত্রা বেশী হলে (ক) বসে পড়তে হবে (খ) শুয়ে যেতে হবে (গ) ওজু করতে হবে।

(পাঁচ) রাগের পর যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দ্বারা (পুন কথাবার্তা) সুচনা করে সেই উত্তম। (বুখারী)

(ছয়) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ক্রোধের ঢোক গলধঃকরণ করে আল্লাহর দৃষ্টিতে তার চেয়ে কোন শ্রেষ্ঠ ঢোক বান্দা গলধঃকরণ করে না। (তিরমিজি)

(সাত) মৃদু ও মুচকী হাসি ভাল। শব্দ করে হাসা ভাল নয়। সাহাবীগণ পরস্পরে খরবুজের ছোলা নিক্ষেপ করে হাসতেন।

(আট) হাসিমুখে কথা বলাও একটি সাদকা।

আমানত রক্ষার ব্যাপারে

টাকা পয়সা ও সম্পদের যেমন আমানত রক্ষা করতে হবে তেমনি কথার আমানত ও রক্ষা করতে হবে।

(এক) যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নেই। (বুখারী)

(لا ايمَانَ لِمَنْ لاَ امَانَةَ لَهُ)

(দুই) সম্পদ অর্থ যে অবস্থায় আমানত রাখে সে অবস্থায় ফেরৎ দেয়া উত্তম আমানতদারী।

(তিন) কথার আমানত রক্ষা করা অর্থাৎ যার কথা তাকেই বলা যে ফোরামের কথা সেখানেই বলা। তার বাইরে যেখানে বলা কাম্য নয় সেখানে বলা আমানতের খেয়ানত।

(চার) যে যার উপযুক্ত তাকে সেখানে রাখা বা মতামত (ভোট) দেয়াও একটি আমানত।

(পাঁচ) আমানত নষ্ট করে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে তা ফেরৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

পশু পাখির প্রতি

পৃথিবীতে যা আছে তার প্রতি রহম করো তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাকে রহম করবেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

اِرْحَمْ مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِى السَّمَاءِ .

অর্থঃ জমীনে যারা আছে তাদেরকে রহম করো তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাকে রহম করবেন।

(এক) পাখীর বাসা হতে পাখীর বাচ্চাদের নিয়ে এসে বা আনন্দের জন্য অনর্থক আবদ্ধ করে তাদের মা, বাপকে কষ্ট দেয়া নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়।

(দুই) যে সব পশুপাখীর গোশত খাওয়ার উপযোগী নয়, সেগুলোকে শুধু মনের আনন্দের জন্য হত্যা করা যাবে না।

(তিন) যে সব পশু থেকে উপকার নেয়া হয়, তাদের শক্তির অতিরিক্ত কাজ নিবে না, তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা যাবে না। রাসূল (সাঃ) পশুর মুখমন্ডলে মারতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

(চার) গৃহপালিত পশুপাখীর থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। না পারলে ছেড়ে দিতে হবে। যমীনের ঘাস ও পোকামাকড় খেয়ে তারা বাঁচবে।

(পাঁচ) খাবার জন্য যবেহ করার অথবা ক্ষতিকারক হবার কারণে হত্যা করার সময় ধারালো অস্ত্র দ্বারা অতি শীঘ্র যবাই করতে হবে, ভোতা অস্ত্র দ্বারা কষ্ট দেয়া যাবে না।

(ছয়) অতীতে একজন মহিলা একটি বিড়ালকে খেতে না দিয়ে বেঁধে রেখে মেরে ফেলেছিল। এজন্য সে জাহান্নামে গেল। (বুখারী)

অবসর সময়ে

মানুষের জীবন খুবই সংক্ষেপ। সময়ের অপচয়ের কোন সুযোগ এখানে নেই। নির্ধারিত সময় আসলে এক মুহূর্ত বিলম্ব করা হবে না। তাই ঃ-

(এক) অবসর সময় পেলে তা গনীমত মনে করে কাজে লাগাতে হবে। কুরআন অধ্যয়ন, হাদীস অধ্যয়ন, ইসলামী বই অধ্যয়ন, আল্লাহর তাসবীহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদেহী সুবহানাল্লাহিল আজিম, দরুদ শরীফ ও বিভিন্ন সুরার মুখস্থ অংশ তেলাওয়াত করে সময় কাজে লাগাবে। বাজে চিন্তা ও বাজেগল্প করে সময় নষ্ট করা যাবে না।

(দুই) নিজের খারাপ ও গুনাহর কাজগুলো সম্পর্কে এবং অন্যের ব্যাপারে চিন্তা আসলে তার ভাল গুনের কথা চিন্তা করতে হবে খারাপ ধারণা কখনও করা যাবে না।

(তিন) চিন্তা করতে হবে আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ) যা চান তার কি কি আমার মধ্যে নাই, তা অর্জন করতে হবে এবং যা চান না তার কি কি আমার মধ্যে আছে তা বর্জন করতে হবে।

(চার) মৃত্যুর পর কোন আমল সাথী হবে তা চিন্তা করা ও সংগ্রহ করা।

(পাঁচ) নীরবতা যেন হয় আখেরাতের চিন্তা ও ফিক্‌র।

দাওয়াতী কাজে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন -

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۔

অর্থঃ "আল্লাহর পথে মানুষকে ডাক বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে।" নবী রাসূলগণ সহ আল্লাহর সকল বান্দাগণ এ কাজ করে গেছেন। তাই ঃ-

(এক) এমন কোন দিন যেন না যায় যেদিন কাউকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া হল না। দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে সাহসের সঙ্গে নিজেও সে কাজ করতে হবে।

(দুই) এমন কোন ব্যক্তি যেন ছুটে না যায় যার সাথে দুনিয়ার সকল কথা বলা হল কিন্তু দ্বীনের দাওয়াতের কথা বলা হল না। দাওয়াতী কাজ না করলে দোয়া কবুল হয় না।

(তিন) মানুষের ভাল গুনের কদর ও সম্মান করার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

(চার) সাদকায়ে জারিয়ার নিয়াত করতে হবে। আমি মরে গেলে আমার কুরআন অধ্যয়ন, আমার নামাজ, আমার আল্লাহর পথে খরচ ইত্যাদি আমল বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যাকে কুরআন ধরিয়েছি, নামাজ ধরিয়েছি, আল্লাহর পথে খরচ করা শুরু করিয়েছি- তার আমলের সমপরিমাণ নেকী যেন কবরে গিয়েও পেতে পারি- এ চিন্তা করে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

(পাঁচ) অন্যায় ও পাপকে ন্যায় ও পূন্যের দ্বারা দূরীভুত করতে হবে। মন্দকে ভাল দ্বারা মুকাবিলা করতে হবে।

(ছয়) অন্যায় দেখলে হাত বা শক্তি দিয়ে না পারলে মুখ দিয়ে না পারলে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করতে হবে- এটা ঈমানের দাবী।

দায়িত্বশীলদের প্রতি অধীনস্থদের

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ . (بخاری، مسلم)

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করে, যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করে সে আল্লাহর নাফরমানী করে। যে আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে এবং যে আমীরের নাফরমানী করে সে আমার নাফরমানী করে।" তাই আল্লাহর ও তার রাসূলের আনুগত্যকে সামনে রেখে ঃ-

(এক) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দায়িত্বশীলের নির্দেশকে পবিত্র ও বাধ্যতামূলক মনে করতে হবে যদি তা শরীয়ত পরিপন্থী না হয়। মনে ভাল লাগলেও মনে ভাল না লাগলেও, পছন্দ হলেও পছন্দ না হলেও আনুগত্য করতে হবে।

(দুই) সালাম দিয়ে সময় চেয়ে নিয়ে কথা বলার ব্যবস্থা নিতে হবে। দায়িত্বশীল সাধারণত ব্যস্ততার মধ্যে জীবন যাপন করে থাকেন- তাই জরুরী প্রয়োজনেই সময় নেয়া দরকার। অপ্রয়োজনে সময় না নেয়াই উত্তম।

(তিন) দায়িত্বশীলের কথা সম্মানের সাথে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, প্রয়োজনে নোট করে নিতে হবে।

(চার) গলার স্বর সংযত করতে হবে ও ভাষায় মার্জিত হবার চেষ্টা করতে হবে।

(পাঁচ) যতদুর সম্ভব কম সময় নিয়ে কথা বলার পর সালাম দিয়ে দোয়া চেয়ে সাক্ষাত শেষ করতে হবে। অযথা বসে থেকে অন্যের সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়।

(ছয়) মনে রাখতে হবে 'এপোয়িন্টমেন্ট' (যোগাযোগের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ) নিয়েই দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া নিরাপদ।

(সাত) অনিবার্য অনুপস্থিতি ও ব্যস্ততা বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বৈঠক চলার কারণে দেখা করতে না পারলে মনের মধ্যে কোনো ব্যথা, সন্দেহ বা খারাপ ধারণা নেয়া ঠিক হবে না। সব সময় সকলের জন্য হুসনে যন বা ভাল ধারনা রাখতে হবে।

অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্বশীলদের

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

الا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সেজন্য ঃ-

(এক) আদর্শ স্থাপনের জন্যই আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(দুই) সালাম মুসাফার সাথে সাথেই 'কেমন আছেন, বাসার খবরাখবর ভালো তো?' এ জাতীয় সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা স্বাগত জানানো।

(তিন) সময় থাকলে ডেকে নিয়ে তার এলাকার সংক্ষিপ্ত খোজ খবর নেয়া। কথা শুনার সময় মনোযোগ দেয়া এবং এ সময় পত্রিকা বা কোন কিছু না পড়া। একান্ত প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে পড়া।

(চার) সময় না থাকলে ভালভাবে বুঝিয়ে পরে যোগাযোগ করে সময় নিয়ে আসার জন্য বলা।

(পাঁচ) দুরের মেহমান হলে সম্ভাব্য হাল্কা হলেও মেহমানদারী করা।

(ছয়) সময় অভাবে আলাদা আলাদা সময় দিতে না পারলে অপেক্ষমান সাক্ষাত প্রার্থী সকলকেই একসাথে বসিয়ে সালাম মুসাফা করে কাগজপত্র রেখে দেয়া অথবা পরবর্তীতে সময় দেয়া।

(সাত) বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যাতে এমন অবস্থায় ফিরে না যায় যে দেখা করতে আসল অথচ সালাম মুসাফা করতে পারল না।

মুখ ও লজ্জাস্থানের আচরণ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ .

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দুঠোটের মধ্যে যা আছে তার (মুখের) এবং দুপায়ের মধ্যে যা আছে তার (লজ্জাস্থানের) জামিন নিতে পারে আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবার ব্যাপারে জামিন হলাম।" তাই মনে রাখতে হবে ঃ-

(এক) বল্লমের আঘাত শুকায়ে যায়, কিন্তু মুখের আঘাত শুকায় না।
(দুই) মহা বিপদের দিনে মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, হাতে কথা বলবে, পা সাক্ষী দিবে। কান-চোখ সাক্ষী দিবে। চামড়া কথা বলবে- অতএব সাবধান।
(তিন) লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মধ্যেই রোজা রাখতে হবে।
(চার) যার মুখ ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ সেই প্রকৃত মুসলমান।

চির বিদায়ের পূর্বে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, বলেন ঃ-

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ (الجمعة)

অর্থঃ- বল, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাও সে মৃত্যু অবশ্যই তোমাদেরকে ধরবে। (জুমআ-৮)

পরপারের ডাক কখন কার আসে বলা যায় না। তাই চির বিদায় গ্রহণের জন্য অসিয়তনামা প্রস্তুত রাখাই ভাল। নিজের আপন জনদের বলে যেতে হবে ঃ-

(এক) তোমরা কখনও কেউ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে শিরক করবে না।

(দুই) জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সঃ) এর আইন কানুন মেনে চলবে এবং তা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে মাল ও জান দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা (জিহাদ) চালিয়ে যাবে।

(তিন) আমি চলে গেলে তোমরা কেউ কান্নাকাটি করবে না, সবর করবে এবং "আল্লাহুম্মাগফেরলাহু অরহামহু ..." (হে আল্লাহ্ তাকে মাফ কর, তাকে রহম কর ...) বলে দোয়া করবে।

(চার) আখেরাতকে সব সময় এক নম্বরে স্থান দিবে। দুনিয়াকে কখনও এক নম্বরে যেতে দিবে না। বরং দুনিয়ার জীবনের সুখ সুবিধাকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। মনে রাখবে দুনিয়ার বাড়ী তোমার বাড়ী নয়। আখেরাতের বাড়ীই তোমার আসল বাড়ী।

(পাঁচ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে কায়েম করবে ও নামাজীদের দলে থাকবে।

(ছয়) মানুষের কল্যাণ করবে বিশেষ করে ইয়াতীম ও মিসকিনকে খাবার দিবে। প্রয়োজনে তাদের বাড়ীতে খাবার ও অর্থ পৌঁছাবে।

(সাত) চোখের পানিতে সিক্ত মুনাজাতে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত ও রাহমাত কামনার সময় "আমার কথা ভুলে যেও না ঃ- আমাকে মনে রেখ।

ঋণ পরিশোধে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ بِهٖ ۔ (ابن ماجه و ترمذى)

যে ব্যক্তি কারো ক্ষতি করল, আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন, যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দিল আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন। (ইবনে মাজা, তিরমিযী)

আল্লাহর হক ও বান্দাহর হক দুটোই আদায় করতে হবে। আল্লাহর হকের ক্ষমা পাওয়া যাবে কিন্তু বান্দাহর হক নষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট বান্দাহ ক্ষমা না করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না।

(এক) দুনিয়াতে বেঁচে থাকতেই অপরের পাওনা ও হক যে কোন মূল্যে আদায় ও পরিশোধ করতে হবে।

(দুই) শহীদের সকল গুনাহই মাফ হবে কিন্তু ঋণ মাফ হবে না।

(তিন) ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে জানাজার নামাজ পড়া উচিত।

(চার) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল।-(তাবরানী)

কবরস্থানের প্রতি

দুনিয়া সৃষ্টি হতে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ পৃথিবী হতে বিদায় নিয়ে কবরস্থানে অবস্থান করছেন। তারা ডুবন্ত যাত্রীর মত সাহায্যের জন্য তাকিয়ে আছেন। সেজন্য ঃ-

(এক) আত্মীয় অনাত্মীয় সকল ঈমানদারের জন্য দোয়া করতে হবে।

মুসলমানদের কবরস্থান দেখলে এ দোয়া পড়তে হবে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَـا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

(الترمذی)

"আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কোবুরে ইয়াগফেরুল্লাহো লানা অলাকুম অ আনতুম সালাফুনা অ নাহনো বিল আছার।" হে কবরবাসী তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন এবং তোমাদেরকেও মাফ করুন। তোমরা আগে গিয়েছ আমরা পিছনে আসছি"।

(দুই) মাঝে মাঝেই কবর জিয়ারত করে মৃত্যু ও আখেরাতের স্মরণ করতে হবে।

(তিন) হযরত আলী রাঃ বলেন,

اِرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا اِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَّلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَّلَا عَمَلٌ- (علی رض)

"দুনিয়ার জীবন ক্রমশই তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছে আর আখেরাতের জীবন ক্রমশই এগিয়ে আসছে। এদের প্রত্যেকেরই সন্তান আছে। অতএব তুমি আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। আজকের দিনে কাজ করার সুযোগ আছে হিসাব নেয়ার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আগামীকাল শুধু হিসাব আর হিসাব দিতে হবে কাজ করার সুযোগ পাবেনা। (মিশকাত)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আচরণ এর কিছু নমুনা

(এক) তিনি বাড়ীর সদস্যদের সাথে কাজে লেগে যেতেন। যখন নামাজের সময় হতো তখন নামাজে চলে যেতেন। "তিনি ফরজ নামাজ মসজিদে আদায় করতেন। সুন্নাত ও নফল নামাজ বাড়ীতে আদায় করতেন এবং বলতেন তোমাদের বাড়ীগুলোকে কবরে পরিণত করো না।"

(দুই) রাসূলুল্লাহ(সঃ) অধিকাংশ সময় হাসি খুশী থাকতেন। তার চেয়ে অধিক হাসিখুশী লোক দেখা যেত না।

(তিন) মুসাফাহা করার সময় তিনি আগে কখনও হাত ছেড়ে দেননি, যতক্ষণ অন্য লোক নিজেই তার হাত ছাড়িয়ে না নিত।

(চার) খাদেমকে কখনও গালি দেননি, ধমক দেননি, মারপিট করেন নি, চোখ রাঙাননি। কেউ খাদেমকে কিছু বললে বলতেন-

دَعُوْهُ فَلَوْقُدِرَ شَيْءٌ كَانَ- আরে রাখো তো, যদি সম্ভব হতো তাহলে তো করতই।

(পাঁচ) তিনি কোন কিছু অপছন্দ করলে তার চেহারা মুবারক দেখেই বুঝা যেত।

(ছয়) তিনি নিজের ব্যাপারে কারো থেকে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে আল্লাহর দ্বীনের বিধি বিধানের অবমাননা করা হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

(সাত) মদখোর ব্যক্তিকে তার সামনে আনা হলে তিনি লোকদের

বলতেন 'ওকে পিটাও'। তখন সাহাবীরা কেউ হাত দিয়ে কেউ জুতা দিয়ে কেউ কাপড় পাকিয়ে মার দিত।

(আট) কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন তোমাদের ব্যাপারে আমার হৃদয় প্রশান্ত থাকুক এটাই আমি চাই।

(নয়) রাসূল (সঃ) অপেক্ষা অধিক দানশীল, অধিক সাহসী, বীর ও অধিক ধৈর্যশীল কেউ ছিল না।

(দশ) তিনি কখনও কোন বস্তু সঞ্চয় করে রাখা পছন্দ করতেন না। তৎক্ষণিক সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

(এগার) তার কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করতেন। কাউকে বিমুখ করে ফিরাতেন না।

(বার) খন্দক যুদ্ধে তিনি নিজে মাটি বহন করেছেন। ধুলায় তার বুকের পশমগুলো ঢেকে পড়েছিলো।

(তের) তিনি রুগীদের সেবা করতেন, জানাযার সংগে হেঁটে যেতেন, শ্রমিকদের দাওয়াত কবুল করতেন, জুতা সেলাই করতেন, দুধ দোহন করতেন, তালি লাগাতেন এবং বাড়ীর অন্যান্য কাজে সাহায্য করতেন।

(চৌদ্দ) তিনি সবার আগে সালাম দিতেন, দ্রুত পথ চলা অবস্থায়ও বাচ্চাদের সালাম দিতেন।

(পনের) যখন কোন কঠিন সংকটে পড়তেন, তখন তিনি বার বার তার দাড়ি মুবারকে হাত বুলাতেন।

(ষোল) পর পর তিন দিন কোন পরিচিত মুসলিম ভায়ের সাক্ষাত না পেলে তার ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

(সতের) এক বেদুইন তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার সময় চাদর ধরে এত জোরে টান দিলো যে চাদরটি ছিড়ে গিয়ে এক পাশে ঝুলতে লাগল। এ আচরণ সত্বেও কিছু না বলে তাকে কিছু দান করতে নির্দেশ দেন।

(আঠারো) তিনি কখনো হা হা করে হাসতেন না। হাসলে মুচকি হাসি হাসতেন।

(উনিশ) তিনি অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেনএবং হাটার সময় পা তুলে দ্রুত গতিতে হাটতেন।

(বিশ) তিনি কারো বাড়ীর দরজার ঠিক সামনে দাড়াতেন না,এক পার্শ্বে দাড়াতেন। আর অনুমতি ছাড়া গৃহে প্রবেশ করতেন না।

(একুশ) কোন মজলিশ বা বৈঠক শেষে এ দোয়া পড়তেন

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

আল্লাহ তুমি মহান ও পবিত্র। আমরা তোমারই প্রশংসা করি।

(বাইশ) তিনি সুগন্ধি পছন্দ করতেন, নিজ স্ত্রীদের ঘরে গিয়ে সুগন্ধি খোঁজ করতেন। তার সবচেয়ে পছন্দময় সুগন্ধি ছিল 'উদ'।

(তেইশ) তার মাথার টুপি মাথার তালুর সঙ্গে চেপে লেগে থাকতো। কোন কোন সময় সাদা টুপি পরিধান করতেন।

(চব্বিশ) প্রথমে কোন নতুন পোশাক পরিধান করলে তিনি জুমআর দিনে শুরু করতেন।

(পঁচিশ) তিনি প্রত্যেক ঈদের সময় কারুকার্য করা ইয়ামনী চাদর পরিধান করতেন।

(ছাব্বিশ) তিনি মাথায় কালো পাগড়ি বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করেন। কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় খুতবা দিয়েছেন।

(সাতাইশ) তিনি ডান হাতে আংটি পরতেন। আংটির পাথর খচিত দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন। তিনি বাম হাতেও আংটি পরেছেন।

(আটাশ) তিনি খালিপায়ে ও জুতা পায়ে নামাজ পড়েছেন। নামাজ শেষে তিনি ডান ও বাম উভয় দিকে ফিরে বসেছেন। তিনি মোজার উপর মাসাহ করেছেন।

(উনত্রিশ) তিনি জুমআ ও ঈদের দিনে লাঠির উপর ভর দিয়ে খুতবা দিতেন।

(ত্রিশ) নিম্নোক্ত জিনিসগুলো তিনি ব্যবহার করতেন- নামগুলো হল ঘোড়া-মুরতাজিয, খচ্চর -দুলদুল, গাধা- আফীর, উটনী-আযবা, তরবারী- জুলফিক্কার, বর্ম- যাতুল ফুজুল, উটনী - আলকাসওয়া, বড় পতাকা-উকাব এবং ছোট পতাকা যাতে লিখা ছিল-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(একত্রিশ) যুদ্ধে তিনি সাংকেতিক শব্দ (কোড ওয়ার্ড) হিসেবে 'আমিত, আমিত (أمت أمت) ব্যবহার করতেন। এর অর্থ নিশ্চিহ্ন করে দাও।

(বত্রিশ) তিনি শয়ন করতেন খেজুর ছালভর্তি চামড়ার বিছানা ও বালিশ দ্বারা।

(তেত্রিশ) ঘুমানোর সময় তিনি সুরা ফালাক ও নাস পড়ে তালুতে ফু দিতেন এবং দুই হাত গোটা শরীরে মুছতেন- সুরা দ্বয় পড়তে থাকতেন।

(চৌত্রিশ) আয়নায় নিজের চেহারা মুবারক দেখতেন এবং বলতেন

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

হে আল্লাহ আমার দেহের গঠন যেমন সুন্দর করেছো তেমনি আমার চরিত্র সুন্দর করো।

(পঁয়ত্রিশ) সফরের সময় তিনি যে সব জিনিষ গুছিয়ে নিতেন (১) তেল (২) চিরুণী (৩) আয়না (৪) কেঁচি (৫) সুরমাদানী (৬) মিশওয়াক।

(ছত্রিশ) তিনি মাথায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল মাখতেন।

(সায়ত্রিশ) তিনি রাতের শেষ ভাগে উঠে যে আয়াতটি কেঁদে কেঁদে পড়েছিলেন এবং তাতেই ভোর হয়ে গিয়েছিল- সেই আয়াতটি ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হে আল্লাহ তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তোমারই বান্দা, আর যদি তাঁদের ক্ষমা কর তবে তুমি সর্বজয়ী ও সর্বজ্ঞ।

(আটত্রিশ) প্রত্যেক নবীর কোন না কোন আকর্ষণীয় জিনিস থাকত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আকর্ষণীয় জিনিষ ছিল রাতের বেলা দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করা।

(উনচল্লিশ) তিনি কখনও গুণ গুণ শব্দে, কখনও উচ্চস্বরে কখনও নিম্ন স্বরে কুরআন পাঠ করতেন।

(চল্লিশ) তিনি কখনও খাদ্য দ্রব্যের প্রতি দোষারোপ করতেন না। রুচি

হলে খেতেন এবং অরুচি হলে তা বর্জন করতেন।

(একচল্লিশ) তিনি তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন, পানপাত্রে নি:শ্বাস ফেলতেন না, দাড়িয়ে পানি পান করতেন না, (অজু ও জমজমের পানি ছাড়া) হেলান দিয়ে পানাহার করতেন না, মাটিতে দস্তর খান বিছিয়ে খেতেন এবং আগুল চেটে খেতেন।

(বিয়াল্লিশ) তিনি দুধ, মিষ্টি, লাউ, ও নবীযের সরবত বেশী পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, কদু মগজের শক্তি বাড়ায় ও স্মরণশক্তি প্রখর করে।

(তেতাল্লিশ) যখন তিনি হাঁচি দিতেন তখন পূর্ণ মুখমন্ডল ঢেকে নিতেন।

(চুয়াল্লিশ) তিনি ডান হাত ব্যবহার করতেন অজু ও আহার গ্রহণের জন্য। বাম হাতে পেশাব পায়খানার কাজ সারতেন।

(পয়তাল্লিশ) তিনি বেশীর ভাগ বৃহস্পতিবার দিনই সফরে বের হতেন। কখনও সোমবারেও সফরে যাত্রা করতেন।

(ছিচল্লিশ) তিনি মন্দনাম পরিবর্তন করে কোন ভাল নাম রেখে দিতেন। এক ব্যক্তির নাম শিহাব ছিল- তিনি বলেন তুমি শিহাব নও বরং তুমি হিশাম।

(সাতচল্লিশ) তিনি জুমআর নামাজে যাবার পূর্বে নিজের গোফ ছোট করতেন ও হাতের নখ কাটতেন এবং তা দাফন করে দিতেন।

(আটচল্লিশ) হঠাৎ বৃষ্টি পড়া শুরু হলে তিনি তার গায়ের পোশাক কুঞ্চিত করতেন এবং বলতেন এই বৃষ্টি এই মাত্র তার রবের নিকট থেকে এসেছে। কাজেই এগুলো খুবই বরকতপূর্ণ।

(উনপঞ্চাশ) তিনি দুনিয়াটাকে গাছের ছায়াতলে আরাম করে তা ছেড়ে দেয়ার মত মনে করতেন এবং মনে করতে বলেন।

(পঞ্চাশ) তিনি বলেছেন, আমার পরোয়ারদিগার আমাকে নয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেনঃ-

(١) خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ

(১) প্রকাশ্যে ও গোপনে যেন আল্লাহকে ভয় করি।

(٢) وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا

(২) ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে যেন ন্যায় কথা বলি।

(٣) وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَاءِ

(৩) অভাব ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় যেন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করি।

(٤) وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ

(৪) যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে আত্মীয়তা বহাল রাখি।

(٥) وَاُعْطِىْ مَنْ حَرَمَنِىْ

(৫) যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি।

(٦) وَاَعْفُوْ مَنْ ظَلَمَنِىْ

(৬) যে আমার প্রতি যুলুম করে আমি যেন তাকে ক্ষমা করি।

(٧) وَاَنْ يَكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا

(৭) নীরবতায় যেন আমি আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকি।

(٨) وَنُطْقِىْ ذِكْرًا

(৮) আমার কথা যেন আল্লাহর যিকরে পরিণত হয়।

(٩) وَنَظْرِىْ عِبْرَةً

(৯) আমার দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয় এবং আমি যেন ভাল কাজের আদেশ করি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে পূরোপুরি মেনে চলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জণ করার তৌফিক দিন- আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত